কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা

জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে

ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব

গবেষণা সিরিজ-৩৪

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1353-3

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৮
তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০২৪

নির্ধারিত মূল্য : ৭০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা বা জানা-বোঝার প্রচলিত মূলনীতি	২৭
৬	কুরআনের অর্থ জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য	৩০
৭	কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ব্যাকরণ, অনুবাদ, সত্য উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব	৩৪
৮	কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা	৩৫
৯	কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সত্য উদাহরণের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা	৪৩
১০	কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা	৫৪
১১	কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সাধনার গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা	৬২
	আকল উৎকর্ষিত হওয়ার জাগতিক পদ্ধতি	৬২
	আকল উৎকর্ষিত হওয়ার আধ্যাত্মিক পদ্ধতি	৭২
১২	যে সকল স্থানে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বহু উদাহরণ আছে বলে কুরআন ও হাদীস জানিয়েছে	৮৫

১৩	যে বিষয়ের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়	৮৭
১৪	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্বের সারসংক্ষেপ	৯৭
১৫	কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত মূলনীতিসমূহ	৯৮
১৬	কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান) সবচেয়ে বেশি সহায়ক হওয়ার কয়েকটি নমুনা	১০৩
১৭	শেষ কথা	১৩১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

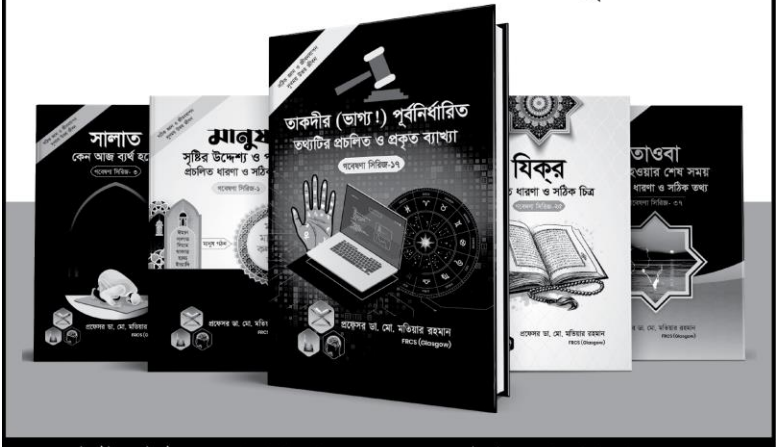

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense (আকল, নুহা, সাফাহ, বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, হুশ, Logic, Conscience, Reasoning, Justification, Instinct, Rationality) অনুযায়ী মু'মিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ করণীয় তথা সবচেয়ে বড়ো সাওয়াবের কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর বিষয় তথা সবচেয়ে বড়ো গুনাহ হলো কুরআনের জ্ঞান না থাকা। যে দুটি বিষয় কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তা হলো– কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর)। তাই কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় কী কী, তা ইসলামের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় অবশ্যই তথ্য থাকবে এবং আছেও। অত্যন্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়, আল কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে বর্তমান মুসলিম সমাজে যে সকল কথা চালু আছে তা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্য থেকে বহু দূরে। এর ফলস্বরূপ কুরআনের অনেক বিষয়ের সঠিক শিক্ষা থেকে বর্তমান মুসলিম সমাজ অন্ধকারে। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান চরম অধঃপতন এবং বিশ্বের বর্তমান অশান্তির এটি একটি মূল কারণ।

পুস্তিকাটিতে কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) ও Common sense-এর তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। আশাকরি উপস্থাপিত তথ্যগুলো জানার পর পাঠক সমাজ বর্তমানে কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা কত সহজ তা অনায়াসে বুঝতে পারবেন। আর আরব ও অনারব মানুষেরা কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার অতীব সহজ উপায়টিরও সন্ধান পেয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ। এর সম্মিলিত ফল হবে মানবতার কল্যাণ। কারণ, কুরআন শুধু মুসলিম জাতির কল্যাণের কিতাব নয়; বরং বিশ্বমানবতার কল্যাণের কিতাব।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَ يَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্পর্কিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্পর্কিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া আ. জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া আ.– তাঁদের অনাগত সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ স.-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই রসুল স. দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল স.-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসুল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসুলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসুলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসুলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। তবে নবী-রসুলগণের নির্দেশনাও পালন করা অপরিহার্য। মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসুল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় উল্লিখিত আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বুঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াতই হলো উদাহরণের আয়াত। রসুল স.-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

'আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

'(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানতে/বুঝতে/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

'আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন' অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

'আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি এবং সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; কমার/৫৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–
উদাহরণ-১

❑ চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

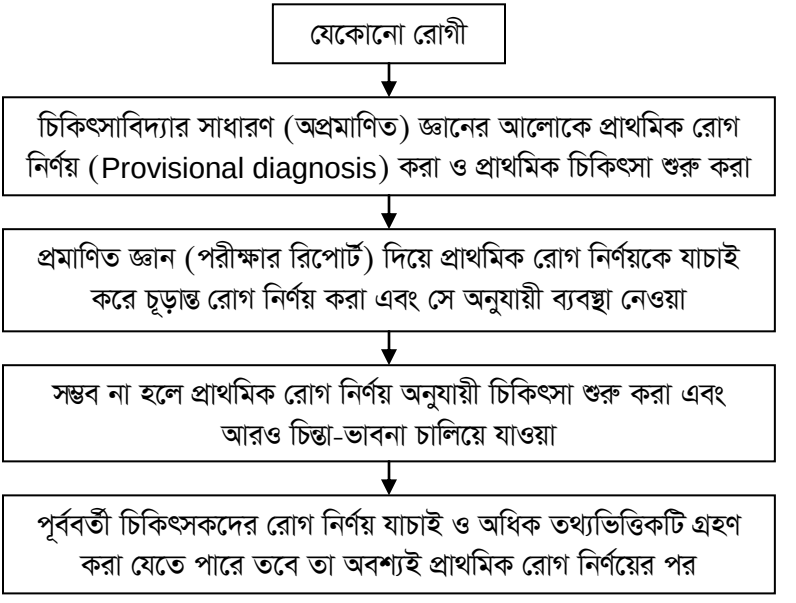

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

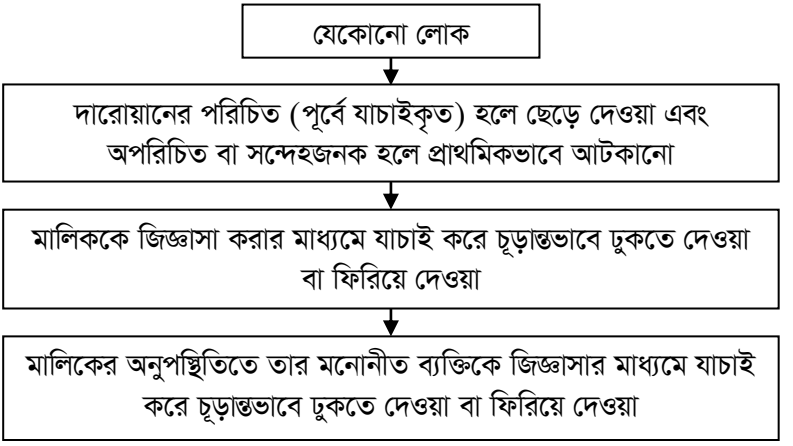

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

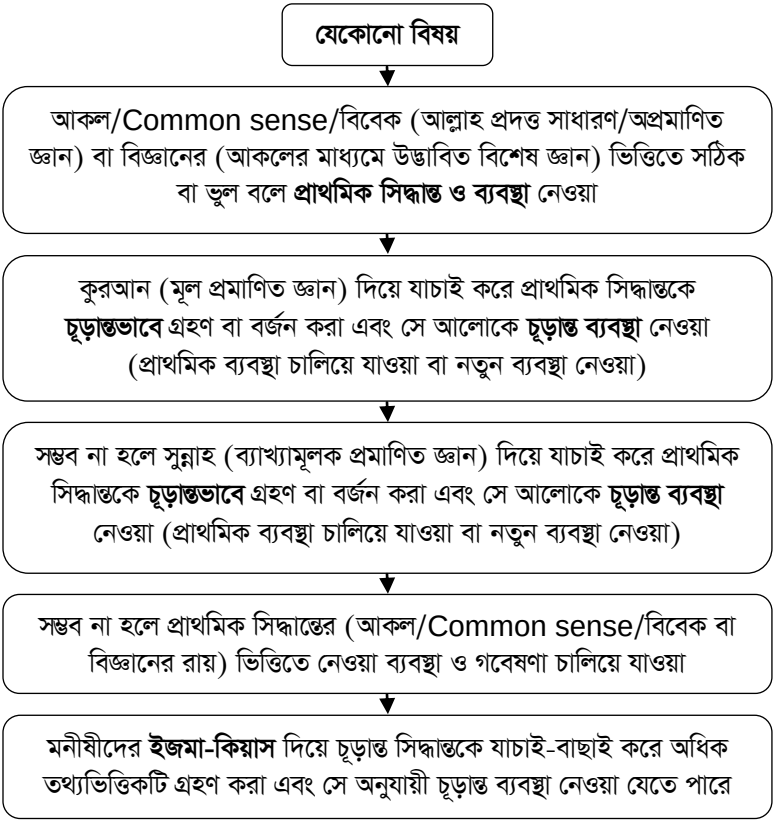

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ

مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।

২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।

৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

আল কুরআন

যুগের জ্ঞানের আলোকে

অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর

(সচিত্র)

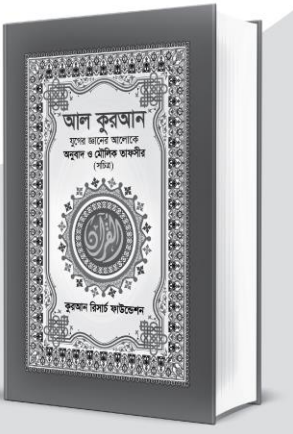

কুরআনের আরবী আয়াত
সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে
উন্নত হবে।

মূল বিষয়

মুমিন জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করা। এটি কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে প্রমাণিত। যে দুটি বিষয় কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জনের জন্য সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে তা হলো–

১. কুরআনের অর্থ।
২. কুরআনের বক্তব্যের ব্যাখ্যা।

পুস্তিকাটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য হলো– কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্য বিশ্বমানবতার সামনে তুলে ধরা। আশাকরি উপস্থাপিত তথ্যগুলো জানার পর মানুষ বুঝতে পারবে বর্তমানে কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা কত সহজ। আর অনারব ও আরব সকলেই কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার অতীব সহজ উপায়টির সন্ধানও পেয়ে যাবে। এর সম্মিলিত ফল হবে বিশ্বমানবতার কল্যাণ। কারণ, কুরআন শুধু মুসলিম জাতির কল্যাণের কিতাব নয়; বরং কুরআন বিশ্বমানবতার কল্যাণের কিতাব।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা বা জানা-বোঝার প্রচলিত মূলনীতি

চলুন বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ থাকা আল কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা বা জানা-বোঝার প্রচলিত মূলনীতিগুলো প্রথমে জেনে নেওয়া যাক–

সূত্র-১

কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল, উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা ও আল মিলাল ওয়ান নিহাল

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী রহ. ইমাম বাগাবী রহ.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন– যার মধ্যে নিম্নোল্লিখিত শর্তগুলোর **একটিও** কম থাকবে, তার জন্য কোনো মুজতাহিদ ইমামের **তাকলীদ** করা ছাড়া অন্য পথ নেই–

১. কুরআনের সকল আয়াত নাযিল হওয়ার সময়কালের জ্ঞান, ২. নাসিখ-মানসুখ সম্পর্কিত জ্ঞান, ৩. মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) আয়াতসমূহ জানা, ৪. মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ জানা, ৫. পুরো কুরআনের ব্যাখ্যায় রসুল স.-এর রেখে যাওয়া দশ লক্ষ হাদীস সনদের ভিন্নতাসহ জানা আবশ্যক। কমপক্ষে যে সকল হাদীস দিয়ে শরিয়তের বিধি-বিধান সাব্যস্ত হয় সেসব হাদীস সনদ, মতন ও রাবীদের জীবন ইতিহাসসহ মুখস্ত থাকা, ৬. আরবী ভাষা সম্পর্কে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হওয়া, ৭. আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে বুদ্ধিমত্তা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশেষভাবে ভূষিত হয়ে অত্যধিক স্মরণশক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, ৮. ইজতিহাদ ও মাসআলা চয়নের প্রক্রিয়াসমূহের ওপর পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখা।[১]

পর্যালোচনা : তাকলীদ অর্থ অন্ধ-অনুসরণ। তাই আলোচ্য সূত্রে উল্লিখিত বক্তব্যের শিক্ষা হলো– যার মধ্যে উল্লিখিত শর্তগুলোর একটিও কম আছে তার নিজে কুরআনের অর্থ বা ব্যাখ্যা করা তো দূরের কথা অন্যের করা অর্থ বা ব্যাখ্যা বোঝার চেষ্টা করা থেকেও দূরে থাকতে হবে। নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত ৮টি দৃষ্টিকোণের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়।

সূত্র-২

মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন

গ্রন্থটিতে কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি হিসেবে ১৫টি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো–

১. সহীহ আকীদার অধিকারী হওয়া, ২. প্রবৃত্তির অনুগামী না হওয়া, ৩. ইলমুত তাওহীদ জানা, ৪. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআন দিয়ে করা, ৫. কুরআনের ব্যাখ্যা কুরআনে না পাওয়া গেলে রসুলুল্লাহ স.-এর সুন্নাত দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ৬. কুরআন, সুন্নায় স্পষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে সাহাবা রা.-এর বক্তব্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ৭. কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবা রা.-এর বক্তব্য না পাওয়া গেলে তাবেয়ীদের বক্তব্য দিয়ে তাফসীর করা, ৮. আরবী ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিত হওয়া, ৯. ইসলামী আইন তত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১০. শানে নুযুল জানা, ১১. নাসেখ মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১২. মুহকামাত-মুতাশাহিবাত সম্পর্কে জ্ঞান রাখা, ১৩. ইলমুল কিরআত জানা, ১৪. কুরআনের সাথে সম্পর্কিত প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ের জ্ঞান থাকা ও ১৫. একই বিষয়ে একাধিক

---

১. ১. *কান্‌জুল উসূল ইলা মা'রিফাতিল উসূল-২৭০ (উসূলুল বাযদুভী)*, ২. *উসূলি ফিকাহ লি আবু হুরায়রা-২৩৬*, ৩. *আল মিলাল ওয়ান নিহাল-১/২০০*, *মিশরী ছাপা*

বক্তব্য থাকলে একটির ওপর অন্যটির অগ্রাধিকার দেওয়ার জ্ঞান থাকা তথা একাধিক অর্থ থেকে একটিকে প্রাধান্য দেওয়ার সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকা।[২]

পর্যালোচনা : আলোচ্য সূত্রে উল্লিখিত ১৫টি বিষয়কে কুরআন ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার মূলনীতি বলা হয়েছে। নবী-রসুল ছাড়া অন্য কোনো মানুষের উল্লিখিত ১৫টি দৃষ্টিকোণের জ্ঞান বা যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। অর্থাৎ উল্লিখিত ১৫টি বিষয়ের জ্ঞান বা যোগ্যতা ব্যবহার করে কুরআনের তাফসীর করার কোনো মানুষ পৃথিবীতে নেই।

সূত্র-৩

আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন

ইমাম আস-সূয়ূতী রহ.-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ–

১. সহীহ আকীদা, ২. সহীহ নিয়্যত, ৩. নবীর সুন্নাত ও সাহাবাদের কর্মপদ্ধতির ধারণা, ৪. আরবী ভাষার জ্ঞান ও শৈলী, ৫. শানে নুযুল, ৬. কুরআনের একত্রায়ন ও তারতীব, ৭. মাক্কী মাদানী সুরা, ৮. নাসিখ-মানসূখ, ৯. মুহকাম-মুতাশাবিহ, ১০. উসূলে হাদীসের জ্ঞান, ১১. উসূলে ফিকহের জ্ঞান, ইত্যাদি।[৩]

সূত্র-৪

মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর

আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী রহ.-এর মতে, তাফসীরের শর্ত নিম্নরূপ–

১. আরবী ভাষা– ইলমুন নাহু, ইলমুস সরফ, ইলমুল ইশতিক্বাক, ইলমুল বালাগাত, ইলমুল কিরাআত, ২. উসুলুদ্দীন– কুরআনের আয়াত থেকে হালাল হারাম বের করার যোগ্যতা, ৩. উসূলুল ফিকহ, ৪. শানে নযুল ও ক্বাসাস, ৫. নাসিখ-মানসূখ, ৬. হাদীসের জ্ঞান ও হাদীসের ইমাম হওয়া, ৭. আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব, ৮. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান থাকা, ৯. আধুনিক যুগের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা ইত্যাদি।[৪]

---

২. মান্না আল-ক্বাত্তান, *মাবাহিস ফী উলূমিল কুরআন* (বৈরূত : মাকতাবাতুল মাআরিফ, ১৪২১ হি.), পৃ. ৩৪০।

৩. আস-সুয়ূতী, *আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন* (মিশর : আল-হাইআতুল মিসরিয়্যাহ আল-আম্মাতু লিল কিতাব, ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২০০-৩০০

৪. আহমাদ বাঝায়ী আদ-দাওয়ায়ী, *মাজহাবু আহলুস সুন্নাহ ফীত তাফসীর*, পৃ.৫-৭

কুরআনের অর্থ জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য

প্রচলিত ধারণা হলো কুরআনের অর্থ জানতে-বুঝতে হলে আরবী ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য নিম্নরুপ–

Common sense

তথ্য-১

আল কুরআন আরবী ভাষায় লেখা। তাই সহজেই বলা যায়– সরাসরি আরবী কুরআন পড়ে অর্থ জানতে-বুঝতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

তথ্য-২

বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল প্রসিদ্ধ ভাষায় কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হয়ে গেছে। তাই বর্তমানে আল কুরআনের অর্থ জানার **অপূর্ব** এক সহায়ক বিষয় মানবতার সামনে আছে। পৃথিবীর যে কেউ তার মাতৃভাষায় লেখা একটি ভালো অনুবাদ যদি মনোযোগসহ কয়েকবার পড়ে নেয়, তবে সে কুরআনের ভালো অর্থ জেনে নিতে পারবে। আর পাঠকের যদি কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত কুরআনের জ্ঞানার্জনের অতি সহজ ৯টি মূলনীতির অন্তত ১ নম্বরটি (**আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই**) জানা থাকে তবে তিনি অনুবাদে কোনো ভুল থাকলেও তা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। ১ নম্বর মূলনীতিটি মুসলিম বিশ্বের প্রচলিত কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতিতে নেই। পক্ষান্তরে সেখানে ১ নং মূলনীতির বিপরীত কথা তথা নাসিখ-মানসুখ বা কুরআনের আয়াত রহিতকরণের বিষয়টি উল্লেখ আছে।

তথ্য-৩

একটি সত্য উদাহরণ

IERF (Integrated Education and Research Foundation, Dhaka, Bangladesh) 'মু'জামুল কুরআন' নামের একটি অনুবাদ গ্রন্থ বের করেছে। অনুবাদটির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণ বের হয়েছে যথাক্রমে

আগস্ট ২০১০ ও অক্টোবর ২০১২ সালে। অনুবাদটি প্রণয়নে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের মধ্যে বিভিন্ন পেশার লোক এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান রাখেন এমন ব্যক্তিও ছিলেন। অনুবাদটিতে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হলেন প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর। ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল কলেজে তিনি আমার সহকর্মী ছিলেন। অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রাখার সময়কালে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর আরবী কুরআন পড়তে পারতেন না। কিন্তু অনুবাদটি প্রণয়নে অংশগ্রহণ করার আগে কুরআনের একটি বাংলা অনুবাদ তার ২০-২৫ বার খতম দেওয়া ছিল। সম্পাদনায় অবদান রাখার ভিত্তিতে অনুবাদটির প্রাথমিক প্রকাশ ও প্রথম সংস্করণের সম্পাদনা পরিষদে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরকে রাখা হয়েছে ২য় অবস্থানে। অনুবাদে অংশগ্রহণকারীরা আমাকে বলেছেন অনুবাদে ভূমিকা রাখার কারণে প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের নামটি ১ম স্থানে রাখার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু আরবী কুরআন পড়তে পারেন না বলে তার নামটি ২য় স্থানে রাখা হয়।

প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীর যেভাবে অনুবাদটি প্রণয়নে ভূমিকা রেখেছিলেন তা হলো– সম্পাদনা পরিষদ যখন কোনো একটি আয়াতের অর্থ লেখেন তখন তিনি বলেন– আয়াতটির আপনাদের লেখা অর্থ সঠিক নয়। তবে অর্থটি এটি হতে পারে। কারণ, আপনাদের কৃত অর্থ অমুক সুরার অমুক আয়াতের বিপরীত। সম্পাদনা পরিষদ তখন পর্যালোচনা করে দেখতে পান যে– প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের কথা সঠিক।

আরবী ভাষায় নিরক্ষর প্রফেসর ডা. সাইফুল কবীরের পক্ষে এ অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছিল কারণ–

১. তাঁর কুরআনের বাংলা অনুবাদ ভালোভাবে জানা ছিল।
২. কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত মূলনীতির ১ নম্বরটি (কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা ছিল।

সম্মিলিত শিক্ষা

এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে বলা যায় যে–

১. অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে আল কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা খুবই সম্ভব। আর কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত মূলনীতির অন্তত ১ নম্বরটি (কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা থাকলে অনুবাদের ভুল থেকেও নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।
২. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে–

১. কুরআনের অর্থ জানতে-বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানতে হবে।

২. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।

তাই বলা যায়–

১. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

২. অনুবাদ গ্রন্থ পড়েও কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা সম্ভব।

তথ্য-২

قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

আরবী ভাষার এই কুরআনে কোনো বক্রতা নেই, যাতে তারা আল্লাহ-সচেতন হতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৮)

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا وَّ صَرَّفْنَا فِيْهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا

আর এভাবেই আমরা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছি আরবীতে এবং তাতে বিশদভাবে সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি যাতে তারা সতর্ক হয় অথবা এটি তাদের জন্য শিক্ষা সরবরাহকারী হয়। (সুরা ত্ব-হা/২০ : ১১৩)

اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

নিশ্চয় আমরা এটিকে আরবী ভাষার কুরআন হিসেবে অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমরা Common sense-আকলকে ব্যবহার করতে পারো।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ২, সুরা যুখরুফ/৪৩ : ৩)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত এবং এ ধরনের আরও আয়াতে দেখা যায়–

১. মহান আল্লাহ কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্বের বিষয়টি 'কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে'-ধরনের কথার মাধ্যমে জানিয়েছেন।

২. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ না জানা ব্যক্তি, অনুবাদ পড়ে কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে, এমন বক্তব্য কুরআনে সরাসরি নেই।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআনের উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে বলা যায়–

১. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

২. অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে আল কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা সম্ভব।

আল হাদীস

রসুল স.-এর একটি হাদীসও নেই যেখানে তিনি সরাসরি বলেছেন–

৩. কুরআনের অর্থ জানতে-বুঝতে হলে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ জানতে হবে।

৪. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআন জানা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।

তাই হাদীসের আলোকেও বলা যায়–

১. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

২. অনুবাদ গ্রন্থ পড়েও কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা সম্ভব।

কুরআনের অর্থ জানার সহায়ক বিষয় সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে চূড়ান্ত ও সার্বিকভাবে যে কথা বলা যায়–

১. আরবী কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ জানতে, বুঝতে বা লিখতে চাইলে অবশ্যই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

২. অনুবাদ গ্রন্থ পড়েও কুরআনের অর্থ জানা-বোঝা খুবই সম্ভব।

৩. কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রকৃত মূলনীতির অন্তত ১ নম্বরটি (কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই) জানা থাকলে অনুবাদের ভুল থেকে নিজেকে রক্ষা করাও সম্ভব।

তবে ২টি কথা সকল মুসলিমকে মনে রাখতে হবে–

১. সকল মুসলিমকে কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। কারণ, একজন মুসলিমকে সালাতে বাধ্যতামূলকভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে হয়।

২. যারা জীবন-জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষাও শিখেছে তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী ব্যাকরণ জানার চেষ্টা না করলে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এটি বোঝা কঠিন নয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ব্যাকরণ, অনুবাদ, সত্য উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব

কুরআনের অর্থ জানলে কুরআনের সঠিক জ্ঞানার্জন হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই এমন নয়। কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে হলে কুরআনের অনেক অর্থের ব্যাখ্যাও বোঝা প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ **'আকিমুস্ সালাত'** বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। এ বাক্যটি কুরআনে বহুবার এসেছে। 'আকিমুস্ সালাত'-এর সরল অর্থ হলো 'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা করো।' কিন্তু 'আকিমুস্ সালাত' বিষয়টির এ সরল অর্থ জানলেই 'আকিমুস্ সালাত'-এর ব্যাখ্যা তথা 'আকিমুস্ সালাত' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা বোঝা হয়ে গেল বিষয়টি মোটেই তা নয়। আল কুরআনে এ ধরনের অনেক বিষয় আছে যার শুধু সরল অর্থ জানলে ঐ বিষয়টির ব্যাখ্যা তথা ঐ বিষয়টি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে তার কিছুই বোঝা যায় না।

তাই কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানার্জন করতে হলে কুরআনের অনেক বক্তব্যের ব্যাখ্যা বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজন। কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় কী কী তা কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের আলোকে সহজে জানা যায়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ঐ সহায়ক বিষয় গুলোকে বর্তমান ও নিকট অতীতের মুসলিমরা মোটেই কাজে লাগায়নি। তাই ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয়ে বর্তমান মুসলিমদের ধারণা কুরআনের প্রকৃত বক্তব্য থেকে বহু দূরে।

আমরা এখন কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ব্যাকরণ, অনুবাদ, সত্য উদাহরণ, আকল ও সাধনার গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করবো।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত ধারণা হলো কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিম্নরুপ–

Common sense

একটি সত্য উদাহরণ

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)'** নামের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর প্রকাশ করেছে (প্রথম প্রকাশ ২০১৪ সালের রামাদান মাসে)। আমাদের জানা মতে– **'আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)'** পৃথিবীতে এটিই প্রথম। অনুবাদটিতে এমন অনেক তথ্য আছে যা অন্য অনুবাদে নেই। কিন্তু তা সঠিক, বাস্তব ও বিজ্ঞান সম্মত। অনুবাদটি রচনায় আমি নিজে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছি। অনুবাদ রচনা করার সময় আমার আরবী ব্যাকরণের জ্ঞান ছিল অতি সামান্য। তবে আমার কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্য জানা-বোঝার প্রকৃত সহায়ক বিষয় (পরে আসছে) ও কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত প্রকৃত মূলনীতি জানা ছিল। ঐ সহায়ক বিষয় ও মূলনীতি ব্যবহার করে অন্য একটি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে আমি যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর গ্রন্থটি রচনায় সর্বাধিক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হই।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর মাধ্যমে অতি সহজে বলা যায়–

১. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান লাগবে কথাটি মোটেও সঠিক নয়।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার প্রকৃত সহায়ক বিষয়সমূহ জানা ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকলে, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের সামান্য জ্ঞান থাকা ব্যক্তির পক্ষেও কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা খুবই সম্ভব।

আল-কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনের কোথাও সরাসরি বলা নেই যে–

ক. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম বা সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে।

খ. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম বা সাধারণ জ্ঞান না থাকা ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যা-বোঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট হবে।

তথ্য-২

কুরআন অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য ফরজ (বাধ্যতামূলক)। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

যে প্রধান শিক্ষক এমএ ক্লাসের বইয়ের জ্ঞানার্জন করা, ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করে দেয় সে প্রধান শিক্ষককে এক বাক্যে সকলে পাগল বলবে।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগলে অধিকাংশ অনারব, এমনকি সাধারণ আরব মুসলিদেরও কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানার্জন করা সম্ভব হতো না। তাই 'কুরআনের জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক বিধানটি দেওয়ার কারণে মহান আল্লাহকে পাগল বলতে হতো (নায়ুযু বিল্লাহ)।

তাই এ তথ্যের ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগবে কথাটি মোটেও সঠিক নয়।

তথ্য-৩

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.....

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না।... ... ...
(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৬)

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ

আর অবশ্যই আমরা কুরআনকে সহজ করেছি যিক্র করার জন্য, অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

নিশ্চয় আমরা তোমার ভাষায় (আরবী ভাষায়) কুরআনকে সহজ করা করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আদ দুখান/৪৪ : ৫৮)

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِۦ قَوْمًا لُّدًّا

অতঃপর আমরা তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করেছি যাতে তুমি তা দিয়ে আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদেরকে সুসংবাদ দিতে পারো এবং ঝগড়াটে সম্প্রদায়কে তা দিয়ে সতর্ক করতে পারো।

(সুরা মারিয়াম/১৯ : ৯৭)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– আরবী ভাষায় নাযিল করা কুরআন জানা-বোঝা খুব সহজ। কেউ কেউ বলেন– এ সকল আয়াতে জানানো হয়েছে কুরআন মুখস্ত করা সহজ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুরআন মুখস্ত করা ও বোঝা উভয়টি সহজ। শেষের আয়াতটিতে কুরআন বোঝা সহজ কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে এসেছে। এ আয়াতে বলা হয়েছে– কুরআনকে আরবী ভাষায় সহজ করা হয়েছে যেন আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের সুসংবাদ দিতে এবং কলহকারীদের সতর্ক করা যায়। কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন ও সতর্ক করতে হলে নিজেকে কুরআন আগে জানতে ও বুঝতে হবে। তাই এ আয়াতে কুরআন জানা ও বোঝা সহজ কথাটি সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে।

এ সকল আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা খুব সহজ। তাই এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগবে প্রচারণাটি মোটেই সঠিক নয়।

তথ্য-৪

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَٰٓئِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ....

তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তিনি (জন্মগতভাবে) তোমাদের একজনকে অন্যজন থেকে অধিক মর্যাদা দিয়েছেন, যেন যাকে যা দেওয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন।... ... ...

(সুরা আল আন'আম/৬ : ১৬৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন যে, জন্মগতভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বেশি বা কম পাওয়ার বিষয়টি পরকালে বিচারের সময় তিনি খেয়াল রাখবেন। অর্থাৎ ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও পালন করার ব্যাপারে জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি ও কম পাওয়া ব্যক্তিদের পরকালীন বিচারের মানদণ্ড অভিন্ন হবে না। যারা জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা কম পেয়েছে তাদের বিচার জন্মগতভাবে সুযোগ-সুবিধা বেশি পাওয়া মানুষদের তুলনায় সহজ হবে।

আয়াতটির বক্তব্য মহান আল্লাহর সবচেয়ে বড়ো ন্যায় বিচারক হওয়ার প্রমাণ। কারণ, পৃথিবীর কোনো দেশের বিচারে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়ার সময় জন্মগতভাবে পাওয়া সুযোগ-সুবিধাকে হিসেবে আনা হয় না। কিন্তু এ আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন শেষ বিচারের দিন তিনি এ বিষয়টি হিসেবে আনবেন।

ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও পালন করার ব্যাপারে কুরআন জানা-বোঝা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কুরআন আরবীতে লেখা। রসুল স. ও আরবীতে কথা বলেছেন। তাই হাদীস গ্রন্থেরও মূল ভাষা আরবী। যে সকল মানুষ আরব দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, মাতৃভাষা আরবী হওয়ায় তারা অনারব মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহ জানা-বোঝার দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক সুবিধাজনক স্থানে থাকে।

কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় আরব বা অনারব দেশে জন্মগ্রহণ করে না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান। তাই এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে শেষ বিচারের দিন ইসলাম জানা, গ্রহণ করা ও পালন করার দৃষ্টিকোণ থেকে অনারব মানুষেরা আরব মানুষদের তুলনায় সাধারণভাবে কিছু ছাড় পাবে। আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা যদি কুরআন জানা-বোঝার অতীব গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয় হয় তবে এ ছাড়ের পরিমাণ হতে হবে অনেক বেশি। আর এটি হলে অনারব মুসলিমদের ইসলাম পালন না করা তথা অমান্য করার বড়ো সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অনারব মানুষ ও মুসলিমের সংখ্যা, আরব মানুষ ও মুসলিমের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করা হলো ইসলামের উদ্দেশ্য। তাই আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান না থাকলে যদি কুরআন জানা-বোঝা না যায় তবে ইসলামের ঐ উদ্দেশ্য কখনও সাধিত হবে না।

এ আয়াতের আলোকে তাই সহজে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি সঠিক নয়।

তথ্য-৫

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ নিজেই কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন। এ তথ্য কুরআন থেকে জানা যায় এভাবে–

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ... ...

আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যার বাণীসমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ (পরিপূরক) এবং যাতে একই বিষয় (ভিন্ন আঙ্গিকে) বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। ... ... (সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৩)

كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

আরবী ভাষায় লিখিত অধ্যয়নের একটি গ্রন্থ, যার আয়াতসমূহ খুলে খুলে বর্ণিত হয়েছে, জ্ঞান জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩)

কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনের একটি স্থানেও আরবী ব্যাকরণ ব্যবহার করে শব্দের তাহকীক করার মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেননি।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াতের ভিত্তিতে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায়- কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকতে হবে কথাটি অবশ্যই সঠিক নয়।

আল-হাদীস

হাদীস-১ (হাদীস না থাকা)

আল কুরআনের আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যাখ্যাকারী হলেন রসুল মুহাম্মাদ স.। কিন্তু হাদীসগ্রন্থসমূহে একটি হাদীসও নেই যা থেকে জানা যায়– রসুল স. নিজে আরবী ব্যাকরণের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করেছেন বা অন্য কাউকে ব্যাখ্যা করতে বলেছেন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الْأَدب المفرد حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا، عَلِّمُوا وَيَسِّرُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ مَرَّتَيْنِ.

ইমাম বুখারী রহ. ইবন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'আল আদাব আল মুফরাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– **তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো, তোমরা জ্ঞান দান করো এবং দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো, তিনি একথা তিনবার বলেন।** তুমি ক্রোধান্বিত হলে নীরবতা অবলম্বন করো। কথাটি তিনি দুইবার বলেন।

- বুখারী, *আল-আদাবুল মুফরাদ* (বৈরুত : দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ, ১৪০৯ হি.), হাদীস নং-১৩২০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। হাদীসটিতে জ্ঞান দান করার বিষয় অনির্দিষ্ট। তবে ইসলামে জ্ঞানের মূল উৎস হলো আল কুরআন। তাই হাদীসটিতে উপস্থিত **'জ্ঞান দান করো ও দ্বীনকে সহজভাবে তুলে ধরো'** কথাটি দিয়ে মূলত কুরআনের জ্ঞান দান করা ও কুরআন শিক্ষা দেওয়াকে বোঝানো হয়েছে। তাই সহজে বলা যায়– হাদীসটিতে মূলত কুরআনকে সহজভাবে শেখাতে ও মানুষের কাছে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কথাটি রসুল স. তিনবার বলেছেন।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগবে কথাটি ধারণা দেয় যে– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা ব্যাখ্যা করা অতীব কঠিন এক বিষয়। তাই হাদীসটির ভিত্তিতে অতি সহজে বলা যায়– প্রচারিত এ কথা কোনোভাবেই ইসলাম সম্মত কথা হতে পারে না।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ **إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ**

الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুস সালাম বিন মুতাহহার রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– **নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা (কড়াকড়ি) আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়।** অতএব তোমরা সহজ পন্থায় বেশি বেশি আমল করো এবং সত্যের কাছাকাছি থাকো। আর সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করো।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৩৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– 'নিশ্চয় দ্বীন একটি সহজ বিষয়। যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে কঠিনতা (কড়াকড়ি) আরোপ করে, দ্বীন তাকে পরাজিত করে দেয়'।

তাই ২ নং হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যা করে অত্র হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়–

১. 'কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞানসহ ১৪ থেকে ১৫ ধরনের বিষয়ের জ্ঞান থাকা লাগবে' প্রচার হওয়া কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা।
২. প্রচারণাটি বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতির পরাজিত জাতি হওয়ার একটি মূল কারণ।

সাহাবায়ে কিরামগণের উদাহরণ

পৃথিবীর সাধারণ মানুষদের মধ্যে যারা কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন তারা হলেন রসুল স.-এর সাহাবীগণ। সাহাবীগণের মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন বাদে সবাই ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ তাদের আরবী ব্যাকরণের কোনো জ্ঞানই ছিল না। আর একজন সাহাবী কুরআন ও হাদীসের অধিকাংশ বক্তব্য শুনেছেন অন্য একজন সাহাবীর কাছ থেকে। অর্থাৎ একজন নিরক্ষর আর একজন নিরক্ষরের কাছ থেকে। কারণ, সকল সাহাবী ২৪ ঘণ্টা রসুল স.-এর পাশে থেকে কুরআনের সকল ব্যাখ্যা তার মুখ থেকে সরাসরি শুনেছেন এটি চরম অবাস্তব একটি কথা। তাই সাহাবায়ে কিরামের

উদাহরণের দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগবে বলে প্রচারিত কথাটি সঠিক নয়।

সম্মিলিত শিক্ষা/চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত : কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো–

১. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞান থাকা লাগবে বলে প্রচারিত কথাটি অবশ্যই সঠিক নয় বা মিথ্যা।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার প্রকৃত সহায়ক বিষয়সমূহ জানা ও ব্যবহার করার যোগ্যতা থাকলে, আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের সামান্য জ্ঞান থাকা ব্যক্তির পক্ষেও কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা খুবই সম্ভব। এমনকি অন্য অনুবাদ ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ সম্পাদনা করে নতুন অনুবাদ ও তাফসীর গ্রন্থ লেখাও সম্ভব।

৩. কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীরতম জ্ঞানসহ আরও ১৩ থেকে ১৪ ধরনের বিষয় জানা লাগবে কথাটি মুসলিম জাতিকে বিশ্বদরবারে পরাজিত করে রাখামূলক প্রচারণা।

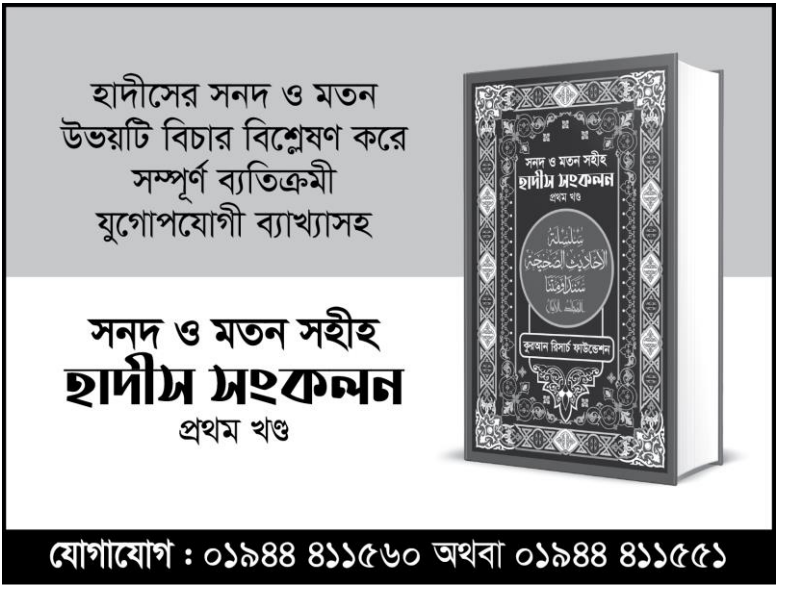

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সত্য উদাহরণের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

আমরা এখন কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সত্য উদাহরণের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করবো। উল্লেখ্য কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত নীতিমালায় সত্য উদাহরণ স্থান পায়নি।

Common sense

উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য সকল উপস্থাপক উদাহরণের সাহায্য নিয়ে থাকেন। এটি একটি চিরসত্য কথা। যে উপস্থাপক যত সহজ এবং যত বেশি উদাহরণ দিতে পারেন তিনি তত ভালো উপস্থাপক বলে গণ্য হন। আর তার বক্তব্য মানুষ তত বেশি এবং তত সহজে বুঝতে ও মনে রাখতে পারে। এ তথ্যের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায় উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

কুরআন হলো– মানুষ ও মহাবিশ্ব সম্পর্কিত মহান আল্লাহর উপস্থাপন করা বক্তব্য। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝা বা বোঝানোর জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়– ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো, কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য উদাহরণই হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

আল কুরআন

তথ্য-১

কুরআনের পঙ্‌ক্তি বা লাইনকে আল্লাহর দেওয়া নাম হলো– আয়াত। কুরআনের অনেক স্থানে বৈজ্ঞানিক উদাহরণকেও আল্লাহ নাম দিয়েছেন–

আয়াত। এ তথ্য থেকে বোঝা যায়, কুরআন বোঝানো তথা ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ব্যাকরণ নয়, উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্য-২

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

আর নিশ্চয় আমরা এই কুরআনে মানুষের জন্য সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছি যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝানোর জন্য যত ধরনের উদাহরণ আছে তার সবগুলোকে তিনি কুরআনে ব্যবহার করেছেন। পর্যালোচনা করলে জানা যায়, আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে যে সকল বিষয়ের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন তা হলো– সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সৌর বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জল বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা (ঐতিহাসিক ও সাধারণ) ও সত্য কাহিনি (ঐতিহাসিক ও সাধারণ)।

আয়াতটির বক্তব্য হলো আল্লাহ কুরআনে সব ধরনের উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। তাই আয়াতটির ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বিভিন্ন ধরনের সত্য উদাহরণ।

তথ্য-৩

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ؕ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

আর আমরা এ কুরআনে মানুষের জন্য সকল ধরনের উদাহরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। কিন্তু মানুষ অধিকাংশ ব্যাপারে বিতর্কপ্রবণ।

(সুরা আল কাহাফ/১৮ : ৫৪)

ব্যাখ্যা : তথ্য দুইয়ের আয়াতটির অনুরূপ।

তথ্য-৪

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ؕ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا .....

আল্লাহ একটি উদাহরণ পেশ করছেন– এক ব্যক্তি যার শরীক (প্রভু) অনেক, যারা পরস্পর বিরোধী এবং অন্য এক ব্যক্তি যে একজনের মালিকানাধীন। দৃষ্টান্তের দিক থেকে এই দুইজন কি সমান? ... ...

(সুরা আয যুমার/৩৯ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এখানে সাধারণ জ্ঞানের একটি উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

তথ্য-৫

..... قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ . قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْٓ اَنْشَاَهَآ اَوَّلَ مَرَّةٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمُ ۙ

... ... সে বলে– কে হাড্ডিতে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন তা পঁচে গলে যাবে? বলো– তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত।

(সুরা ইয়াসীন/৩৬ : ৭৮, ৭৯)

ব্যাখ্যা : এখানে মৃত্যুর পর আবার সৃষ্টি করা যে আল্লাহর পক্ষে খুব সহজ একটি বিষয় তা সাধারণ জ্ঞানের একটি যুক্তির মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-৬

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا ۙ وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ؕ وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

আয়াতটির অংশভিত্তিক অর্থ ও ব্যাখ্যা

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٖٓ اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْقَهَا

নিশ্চয় আল্লাহ (কুরআনকে ব্যাখ্যা করা/বোঝানোর জন্য) মশা বা তার চেয়ে তুচ্ছ ছোটো প্রাণীর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না।

শিক্ষা : কুরআন তথা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ছোটো-খাটো প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারো বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিৎ নয়।

فَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۚ

অতঃপর যারা মু'মিন তারা জানে যে, নিশ্চয়ই উহা (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (নির্ভুল শিক্ষা)।

ব্যাখ্যা : যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নিবে যে– প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করার জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষা।

লক্ষনীয় বিষয় হলো– কুরআন সম্পর্কে সুরা আল বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা আল বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَيَقُوْلُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا

আর যারা কাফের তারা বলে, এ ধরনের উদাহরণ (ক্ষুদ্র প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) দিয়ে আল্লাহ কী চান?

যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির।

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّيَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا

এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে আল্লাহ অনেককে পথভ্রষ্ট করেন, আবার অনেককে সঠিকপথে পরিচালিত করেন।

ব্যাখ্যা : কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান/প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যদিকে কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করা বা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ব্যবহার করার কারণে অনেকে সঠিক পথ পায়।

وَمَا يُضِلُّ بِهٖٓ اِلَّا الْفٰسِقِيْنَ ۙ

আর ফাসিকরা (গুনাহগাররা) ছাড়া অন্য কাউকে তিনি এর (প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ) মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করেন না।

ব্যাখ্যা : আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ শিক্ষাকে ব্যবহার করে কেবল গুনাহগাররা পথভ্রষ্ট হয়।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই অন্য সৃষ্টির উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

তথ্য-৭

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّفَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ۙ. تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

তুমি কি দেখনি আল্লাহ কীভাবে (বিভিন্ন বিষয়ে) উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন? কালিমায়ে তাইয়্যেবার হলো একটি উত্তম গাছ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। তা (কালিমায়ে তাইয়্যেবা) প্রত্যেক মওসুমে তার রবের (অতাৎক্ষণিক) অনুমতিক্রমে তার ফলদান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য নানা উদাহরণ উপস্থাপন করে থাকেন যাতে তারা শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। (সুরা ইবরাহীম/১৪ : ২৪, ২৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা বুঝিয়ে দিয়েছেন। উদাহরণটির মাধ্যমে কালিমা তাইয়্যেবার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যা বোঝানো হয়েছে তা হলো–

১. একটি সুন্দর গাছ– কালিমা তাইয়্যেবা একটি কল্যাণময় বাক্য।
২. মূল সুদৃঢ়– কালিমা তাইয়্যেবার মূল কুরআন ও সুন্নাহ।
৩. শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত– কালিমা তাইয়্যেবার শিক্ষা বা ব্যাখ্যা ব্যাপক।

৪. প্রত্যেক মওসুমে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে ফলদান করে– কালিমা তাইয়্যেবার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসা শিক্ষা মানুষকে নানাভাবে উপকৃত করে।

তথ্য-৮

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَجَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَّذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

আর রসুলগণের সংবাদসমূহ থেকে আমরা যে ঘটনা তোমার কাছে বর্ণনা করি তা দিয়ে আমরা তোমার মনকে দৃঢ় করি। আর এর মাধ্যমে মু'মিনদের জন্য তোমার কাছে এসেছে সত্য শিক্ষা, উপদেশ ও যিক্‌র।

(সুরা হুদ/১১ : ১২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে মু'মিনদের জন্য সত্য শিক্ষা, উপদেশ এবং স্মরণ রাখার বিষয় তথা স্মরণ রাখা ও অনুসরণ করার বিষয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্য-৯

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ ۚ . فَجَعَلْنٰهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

আর অবশ্যই তোমরা তাদেরকে জেনেছো, যারা তোমাদের মধ্যে শনিবারের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করেছিল, অতপর আমরা তাদেরকে বলেছিলাম– তোমরা ঘৃণিত বানর হয়ে যাও। অতঃপর আমরা একে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় বানিয়েছি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৬৫, ৬৬)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে সমকালীন ও পরবর্তী লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় এবং উপদেশ বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তথ্য-১০

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ.

অবশ্যই তাদের কাহিনিতে উলিল আলবাব-এর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। (কুরআনের) কোনো বক্তব্য মনগড়া রচনা নয় বরং এটির সামনে যা আছে তার সত্যায়নকারী, সকল বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক বিবরণ ধারণকারী এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য একটি পথনির্দেশিকা ও অনুগ্রহ।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১১১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাবলিতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে বলে জানানো হয়েছে।

তথ্য-১১

আল কুরআনের কোথাও বলা হয়নি যে– কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় আরবী ব্যাকরণের সাহায্য না নিলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে। কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় যে বিষয়টি ব্যবহার না করলে মানুষ পথভ্রষ্ট হবে বলে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে তার নামই কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত নীতিমালায় নেই।

সম্মিলিত শিক্ষা : এ সকল আয়াতে সত্য উদাহরণ সম্পর্কে মহান আল্লাহ যে কথাগুলো বলেছেন তা হলো–

১. সত্য উদাহরণ আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা।
২. যারা কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য সত্য উদাহরণকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির। সে উদাহরণ যত ছোটো হোক না কেন।
৩. সত্য উদাহরণে আছে শিক্ষণীয় বিষয়।
৪. সত্য উদাহরণ শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার জিনিস।
৫. সত্য উদাহরণ ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

অন্যদিকে কুরআন হলো–

১. আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য/নির্ভুল শিক্ষা।
২. কুরআনের আয়াতকে তুচ্ছ মনে করলে ঈমান থাকে না।
৩. কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আছে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়।
৪. কুরআনের আয়াত হলো শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে স্মরণ রাখার জিনিস।
৫. কুরআনের বক্তব্য ঈমান তথা বিশ্বাসকে দৃঢ় করে।

একটি সত্য অন্য একটি সত্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিপরীত হয় না। তাই একটি জানা থাকলে অন্যটির ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়। আর তাই সত্য উদাহরণ জানা থাকলে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা সহজ হয়। আবার কুরআন জানা থাকলে সত্য উদাহরণ বোঝা সহজ হয়।

এ সকল আয়াতের আলোকে তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায়– সত্য উদাহরণ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার প্রধানতম সহায়ক বিষয়। আর সে উদাহরণ হবে যেকোনো ধরনের সত্য উদাহরণ। তবে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ বেশি গুরুত্ব পাবে।

২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense-এর রায়কে কুরআন সমর্থন করলে ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সত্য উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়। আর সে উদাহরণ হবে যেকোনো ধরনের সত্য উদাহরণ। তবে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ বেশি গুরুত্ব পাবে।

আল হাদীস

হাদীস-১

রসুল স. অধিকাংশ সময় উদাহরণের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এমনকি নবুওয়াত পাওয়ার পর পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে মক্কাবাসীদের ডেকে তিনি সর্বপ্রথম যে বক্তব্য দিয়েছিলেন সেটি আরম্ভ করেছিলেন উদাহরণের মাধ্যমে। বক্তব্যটি ছিল এরূপ–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ . . . . . .

. . . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ : يَا صَبَاحَاهُ، فَاجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُرَيْشٌ، قَالُوا : مَا لَكَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُمَسِّيكُمْ، أَمَا كُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا : بَلَى، قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ : تَبًّا لَكَ، أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ.

ইমাম বুখারী রহ. ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আলী ইবনে আবদুল্লাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. একদিন সাফা পাহাড়ের ওপরে উঠলেন, অতঃপর বললেন– ইয়া সাবাহাহ! কুরাইশরা তাঁর কাছে সমবেত হলো এবং বললো– কী ব্যাপার? তখন রসুলুল্লাহ স. বললেন– (আচ্ছা বলোতো) আমি যদি তোমাদের বলি যে, শত্রুবাহিনী সকাল বা সন্ধ্যায়

তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত। তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে? তারা বলল– অবশ্যই বিশ্বাস করবো। তিনি বললেন, তাহলে শোনো– আমি তো তোমাদের জন্য এক আসন্ন কঠিন শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী। একথা শুনে আবূ লাহাব বলল– তোমার ধ্বংস হোক। এই জন্যই কি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে? তখন আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেন– تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبَّ ‘আবূ লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক।’

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৪৫২৩।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ .... عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ. فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

ইমাম বুখারী রহ. ‘আবদুল্লাহ বিন ‘ওমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবাহ বিন সাঈদ রহ. থেকে শুনে তাঁর ‘আস সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন ‘ওমর রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. একদা বললেন– গাছ-গাছালির মধ্যে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। আর তা একজন মুসলিমের উদাহরণ। তোমরা আমাকে বলো, সেটি কী গাছ? রাবী বলেন, তখন লোকেরা জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ-গাছালির নাম ধারণা করতে লাগল। আবদুল্লাহ রা. বলেন, আমার ধারণা হলো, সেটা হবে খেজুর গাছ। কিন্তু আমি (বয়সে ছোটো হওয়ার কারণে) তা বলতে লজ্জা পাচ্ছিলাম। অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসুল! আপনি আমাদের বলে দিন সেটি কী গাছ? তিনি বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ।

- ◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬১।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে খেজুর গাছ তথা উদ্ভিদ বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য কী হবে তা শেখানো (বোঝানো) হয়েছে। খেজুর

গাছের পাতা ঝরে না। তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হবে ইসলাম গ্রহণের পর ঈমান ও আমলের দিক থেকে সে কখনো ঝরে পড়বে না।

হাদীসটিতে ইসলাম বোঝানোর জন্য রসুল স. উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। ব্যাকরণ ব্যবহার করেননি।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ...
..... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ
أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ: ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ قَالُوا: لَا يُبْقِي
مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا، قَالَ: فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ইবরাহীম বিন হামজা থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, তিনি আল্লাহ্‌র রসুল স.-কে বলতে শুনেছেন– বলো তো দেখি! যদি তোমাদের কারও বাড়ির সামনে একটি নদী থাকে, আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার (যথাযথভাবে) গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন– তার শরীরে কোনো রকম ময়লা থাকবে না। তখন রসুল স. বললেন– এ হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উদাহরণ। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা (মানবজীবন থেকে) ভুল/গুনাহসমুহ (الخَطَايَا) দূর করে দেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৫২৮।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে শরীর-স্বাস্থ্য (চিকিৎসাবিজ্ঞান) বিষয়ক একটি উদাহরণ দিয়ে সালাতের উদ্দেশ্য ও সালাত কায়েম করার ব্যাখ্যা জানিয়ে ও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অন্যায় ও অশ্লীল বিষয় হলো মানবজীবনের বড়ো ময়লা/অকল্যাণ/গুনাহ/ভুল। তাই হাদীসটির সালাত সম্পর্কিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি শিক্ষা হলো–

১. সালাতের উদ্দেশ্য হলো– মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় ও অশ্লীল কাজ দূর করা।

২. 'সালাত কায়েম করা' কথাটির ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে কায়েম করা।

♣♣ তাহলে দেখা যায়– কুরআন জানা, ব্যাখ্যা করা, বোঝা বা বোঝানোর সহায়ক বিষয় হিসেবে ইসলামের চূড়ান্ত রায় (সত্য উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়) সমর্থনকারী বহু হাদীস মুসলিম উম্মাহর সামনে আছে।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

প্রচলিত কথা হলো, কুরআন ও সুন্নাহ জানা-বোঝার জন্য আকলের কোনো মূল্য নেই। আমরা এখন এ বিষয়টি পর্যালোচনা করবো।

বাস্তবতা/যুক্তি

বিভিন্ন ভাষায় আকলের প্রতিশব্দ

- আরবী : নুহা, সাফাহ ও তারক্কী।
- বাংলা : বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, হুশ।
- ইংরেজী : Common sense, Logic, Instinct, Conscience, Reasoning, Justification, Rationality.

আকল হলো একটি জ্ঞানের শক্তি বা উৎস যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকে দিয়েছেন। তাই–

১. জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্তে আকল ব্যবহার করতে হয়। অন্যকথায় আকল ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব।

২. চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস, ভূগোলসহ সকল পেশার মানুষকে তাদের পেশাগত জীবনের প্রতিমুহূর্তেও আকল ব্যবহার করতে হয়।

৩. যারা বিজ্ঞান গবেষণা করেন তাদের গবেষণা কর্মের প্রতিমুহূর্তেও আকলকে ব্যবহার করতে হয়।

তাই সহজেই বলা যায়– বিজ্ঞানময় গ্রন্থ আল কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো, গবেষণা করা ইত্যাদি স্থানে আকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বা আছে।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে আকলের রায় হলো ঐ বিষয়ে

ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا

কসম মনের এবং তার যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৭-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মহান আল্লাহ কসম খেয়ে তথা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন যে– তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য সাধনে সঠিক/যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারার মতো গঠন দিয়ে মহান আল্লাহ মানুষের মনকে সৃষ্টি করেছেন।

কোনো সৃষ্টির তাকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো জ্ঞান। তাই সহজে বলা যায়– আয়াতটির প্রধান শিক্ষা হলো, মানুষের মন জ্ঞানের সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি অঙ্গ।

তথ্য-২

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا

অতঃপর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৮)

ব্যাখ্যা : 'ইলহাম' হলো এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা। তাই আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মহান আল্লাহ মানব ভ্রূণের মনে 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞানের একটি শক্তি/উৎস দিয়েছেন। যে শক্তি/উৎস বুঝতে পারে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। জ্ঞানের সে শক্তি/উৎসটিই হলো আকল।

অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– মানুষের মন থাকে সম্মুখ ব্রেইনে। আর মনে থাকে জ্ঞান, প্রেম, প্রীতি, স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, হিংসা, ঘৃণা ইত্যাদি। ছবি দেখুন–

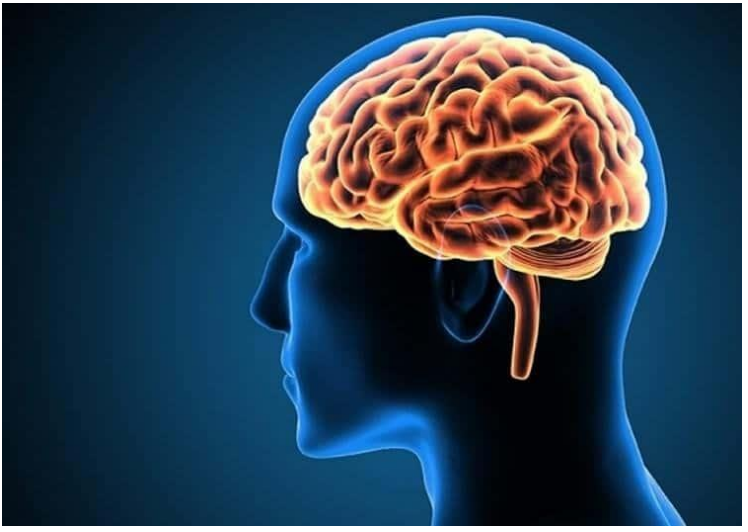

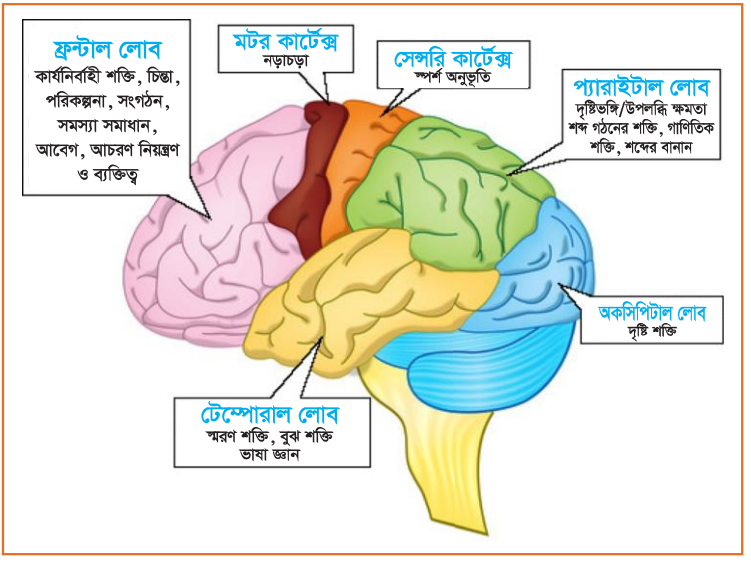

তথ্য-৩

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (Common sense/আকল) উৎকর্ষিত করবে।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে মনে থাকা আকলকে উৎকর্ষিত করবে সে সফল হবে। ঐ সফলতার প্রধান কারণ হবে– যার আকল উৎকর্ষিত হবে সে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা সহজে বুঝতে পারবে। ফলে সে কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে সফল হতে পারবে।

তথ্য-৪

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে অবদমিত করবে।

(সুরা আশ-শামস/৯১ : ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে মনে থাকা আকলকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। আর ঐ ব্যর্থতার প্রধান কারণ হবে– যার আকল অবদমিত হবে সে কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে পারবে না। ফলে সে কুরআন অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে পারবে না। তাই ব্যর্থ হবে।

আয়াত দুটিতে আকল উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার বিষয়টি জানানো হলেও সেটির পদ্ধতি কী তা জানানো হয়নি। আর পৃথিবীর সকল আরবী ব্যাকরণের পণ্ডিতগণ আরবী ব্যাকরণের ভিত্তিতে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা করে পদ্ধতিটি বের করতে পারবেন না।

কিন্তু বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-এর উদাহরণ সামনে থাকলে সহজেই পদ্ধতিটি জানা যায়। এটি আমরা সাধনা/তপস্যার বিভাগে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

তথ্য-৫

..... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

... ... আর যারা আকলকে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) ভুল চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রকৃত বক্তব্য হলো– যারা আকলকে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করে না তাদের ওপর আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভুল চেপে বসে।

সম্মিলিত শিক্ষা : আয়াতসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– আকল/Common sense, কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

♣♣ ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকলের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ.....
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ. قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ: سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ সাইদ খুদরী রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ নুমান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, নবী স. বলেছেন– পূর্বদিক থেকে কিছু মানুষের আবির্ভাব ঘটবে যারা কুরআন পড়বে (কিন্তু) **জ্ঞান-বুঝের শক্তির (আকল/ Common sense) সাথে মিলিয়ে বুঝে নেবে না,** তারা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। এরপর তারা কিছুতেই আর দ্বীনে ফিরে আসতে পারবে না যেমনভাবে তীর পুনরায় তূণীরে ফিরে আসে না। তাঁকে বলা হলো– তাদের আলামত কী? তিনি বললেন– তাদের আলামত হলো মাথা মুণ্ডন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৭১২৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে এমন এক সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে যারা তীরের বেগে তথা দ্রুত গতিতে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। তারা হলো– যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তার আকলের সাথে তা মিলিয়ে নেবে না।
তাই কুরআন পড়ার পর সেটিকে আকলের সাথে মিলিয়ে নেওয়া বলতে কী বুঝায় তা জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কারণ বিষয়টির সাথে ইসলামে থাকা না থাকা জড়িত।

মাতৃভাষা আরবী হওয়ার কারণে একজন আরব কুরআন পড়লে অনুবাদ বুঝতে পারে। কিন্তু হাদীসটি অনুযায়ী সেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে যদি আকলের সাথে তা মিলিয়ে না নেয়।

তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– কুরআন মুখে পড়ার পর শুধু অনুবাদ জানলে চলবে না। অনুবাদটি আকলের রায়ের সাথে মিলছে কি না তথা আকলসম্মত হচ্ছে কি না সেটিও দেখতে হবে।

এর কারণ হলো– অনুবাদটি যদি আকলসম্মত না হয় তবে সেটির প্রতি ব্যক্তির বিশ্বাস দৃঢ় হবে না। ফলে ইবলিস ধোঁকা দিয়ে, সহজে তাকে কুরআনের বিপরীত কথা গ্রহণ করাতে পারবে। আর এ কারণে সে ইসলাম থেকে দ্রুত বেগে বের হয়ে যাবে।

আয়াতের বক্তব্যকে আকলের রায়ের সাথে মেলানোর পদ্ধতি হবে–

১. আকলকে জাগতিক জ্ঞানের মাধ্যমে উৎকর্ষিত করা।
২. আরবী অভিধানে আয়াতে থাকা মূল (Key) শব্দটি/শব্দগুলোর বিকল্প অর্থ থাকলে তা পর্যালোচনা করা।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– আকল/Common sense, কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার এক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বিষয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . . .

. . . . . عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الْخَوَارِجَ، فَقَالَ : سَمِعْتُهُ وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ.

ইমাম মুসলিম রহ. উসাইর বিন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবি শাইবাহ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–
উসাইর বিন আমর রা. বলেন, আমি সাহল বিন হুনাইফকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি নবী স.-কে খারেজীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছেন? তখন সাহল বিন হুনাইফ বললেন– তাঁকে হাত দিয়ে পূর্ব দিকে ইঙ্গিত করে বলতে শুনেছি, এরা এমন এক সম্প্রদায়, **যারা মুখে উচ্চারণ করে কুরআন পাঠ করবে (কিন্তু) জ্ঞান-বুঝের শক্তি (আকল /Common sense) দিয়ে**

বুঝে নেবে না, তারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে এমনভাবে যেমন তীর ধনুক থেকে ছিটকে পড়ে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ২৪৯৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৩

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّان ..... ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : اقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِلُحُونِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا، وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْفِسْقِ وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ مِنْ بَعْدِي قَوْمٌ يُرَجِّعُونَ بِالْقُرْآنِ تَرْجِيعَ الْغِنَاءِ وَالرَّهْبَانِيَّةِ وَالنَّوْحِ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ ، مَفْتُونَةٌ قُلُوبُهُمْ وَقُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُمْ شَأْنُهُمْ "

ইমাম বায়হাকী রহ. হুজাইফা ইবন ইয়ামান রা.-এর বর্ণনা সনদের ৯ম ব্যক্তি আবুল হুসাইন বিন ফজল আল-কাত্তান থেকে শুনে তাঁর 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– হুজায়ফা রা. থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, কুরআন পড়ো আরবদের স্বর ও সুরে এবং দূরে থাকো আহলে এশক ও আহলে কিতাবদের স্বর থেকে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/Larynx) অতিক্রম করবে না। তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে।

- বায়হাকী, *'শু'আবুল ঈমান'*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২০০৪ খ্রি., হাদীস নং ২৬৪৯, পৃ. ১০২৬,
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আসবে, যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে (কিন্তু) কুরআন তাদের কণ্ঠনালী (স্বরতন্ত্র/Larynx) অতিক্রম করবে না' অংশের ব্যাখ্যা : স্বরতন্ত্র/Larynx হলো মানব শরীরের সে অঙ্গ যেখানে স্বর/শব্দ তৈরি হয়। তাই কুরআন গান ও বিলাপের সুরে পড়া কিন্তু স্বরতন্ত্র অতিক্রম না করার অর্থ হলো– কুরআন সুললিত কণ্ঠে পড়বে কিন্তু সে

পড়া স্বরতন্ত্র অতিক্রম করে ব্রেইনে থাকা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তিতে (আকল/Common sense) পৌঁছাবে না। অর্থাৎ তারা ঐ বক্তব্য আকল/Common sense দিয়ে বুঝে নেবে না।

'তাদের মন (দুনিয়ার) মোহগ্রস্ত এবং তাদের মনও যারা ঐ পদ্ধতি পছন্দ করবে' অংশের ব্যাখ্যা : দুনিয়ার মোহে মোহগ্রস্ত ব্যক্তিরা অবশ্যই বড়ো গুনাহগার। তাই এ হাদীসটি থেকেও জানা যায়– আকল/Common sense কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীস সমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকল অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সাধনার গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা

কুরআন ব্যাখ্যার প্রচলিত নীতিমালায় সাধনা, তপস্যা, ধ্যান বা Meditation -এর নাম নেই। আমরা এখন কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে সাধনার গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্বের বিষয়টি পর্যালোচনা করবো।

ইতোমধ্যে (কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে) আমরা জেনেছি যে– কুরআনের ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আকলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা আরও জেনেছি যে– আকল যত উৎকর্ষিত হয় মানুষের কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার ক্ষমতা তত বাড়ে এবং আকল যত অবদমিত হয় মানুষের কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার ক্ষমতা তত কমে।

প্রশ্ন হলো– আকলকে উৎকর্ষিত করার উপায় ও পদ্ধতি কী? এটি বুঝার জন্য আকলের গঠন ও কর্মপদ্ধতি জানা দরকার। আগে এটি কঠিন ছিল। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে এটি বোঝা সহজ হয়ে গিয়েছে।

বর্তমানে কুরআন, হাদীস, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও মানব শারীরবিজ্ঞান অনুযায়ী জানা যায়, আকল উৎকর্ষিত হওয়ার দুটি পদ্ধতি আছে–

১. জাগতিক পদ্ধতি।
২. আধ্যাত্মিক (Spritual) পদ্ধতি।

আকল উৎকর্ষিত হওয়ার জাগতিক পদ্ধতি

কম্পিউটার বিজ্ঞান

বর্তমান যুগের যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-এ সৃষ্টিগতভাবে একটি জ্ঞানভান্ডার (Memory), বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) ও নীতিমালা (Program) দেওয়া থাকে। ঐ জ্ঞানভান্ডার, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও নীতিমালা ব্যবহার করে Computer অনেক সমস্যার সমাধান করে দিতে পারলেও সকল সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না। তবে নতুন সঠিক জ্ঞান (RAM) যোগ করলে Computer-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যায়। তখন Computer নতুন সমস্যার সমাধান দিতে পারে। আবার ভুল জ্ঞান (Virus) যোগ হলে Computer-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায়। ফলে তার সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও কমে যায়।

বর্তমান মানব শারীরবিজ্ঞান

বর্তমান মানব শরীর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মানব মন (Mind) বস্তুগত অস্তিত্ব (Physical exhistense) সম্পন্ন কোনো অঙ্গ নয়। এটি বিভিন্ন শক্তির একটি বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধার। মানব শরীরে মনের (Mind) অবস্থান হলো মাথায় অবস্থিত ব্রেইনে। সৃষ্টিগতভাবে মনের অবস্থান হলো সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।

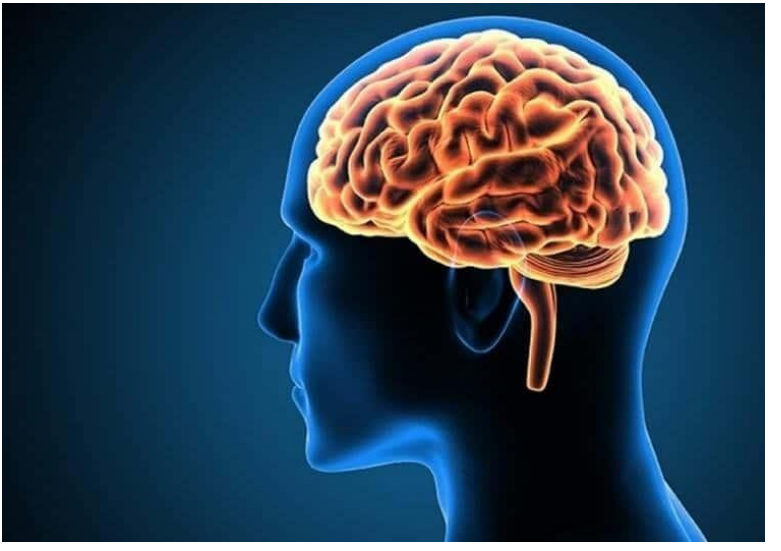

মন (Mind) নামক বস্তুগত অস্তিত্বহীন (Vertual) আধারটি সৃষ্টিগত/জন্মগতভাবে যে সকল শক্তি/ক্ষমতা ধারণ করে তা হলো–

১. জ্ঞানের শক্তি (আকল/বিবেক/Common sense)

২. চিন্তাশক্তি (Thinking power)
৩. বিশ্লেষণ শক্তি (Analytic power)
৪. কার্যনির্বাহি শক্তি (Working power)
৫. পরিকল্পনা শক্তি (Planning power)
৬. সমস্যা সমাধান শক্তি (Problem solving power)
৭. সাংগঠনিক শক্তি (Organising power)
৮. আচরণ নিয়ন্ত্রন শক্তি (Behavior controlling power)
৯. স্মরণশক্তি (Memmory)
১০. বুঝের শক্তি (Understanding power)
১১. ভাষা শক্তি (Languistic power)
১২. দৃষ্টিভঙ্গিমূলক শক্তি (Atitude)
১৩. শব্দ গঠন শক্তি (Sentense making power)
১৪. গাণিতিক শক্তি (Mathmatical power)
১৫. বানান শক্তি (Spelling power)
১৬. আচার-আচরণমূলক শক্তি (Custom & Conductual power) (ব্যক্তিত্ব (Personality), স্নেহ, মমতা (Affection), ভালোবাসা (Love), হিংসা (JealouSz), ক্রোধ (Anger), অহংকার (Pride) ইত্যাদি)।

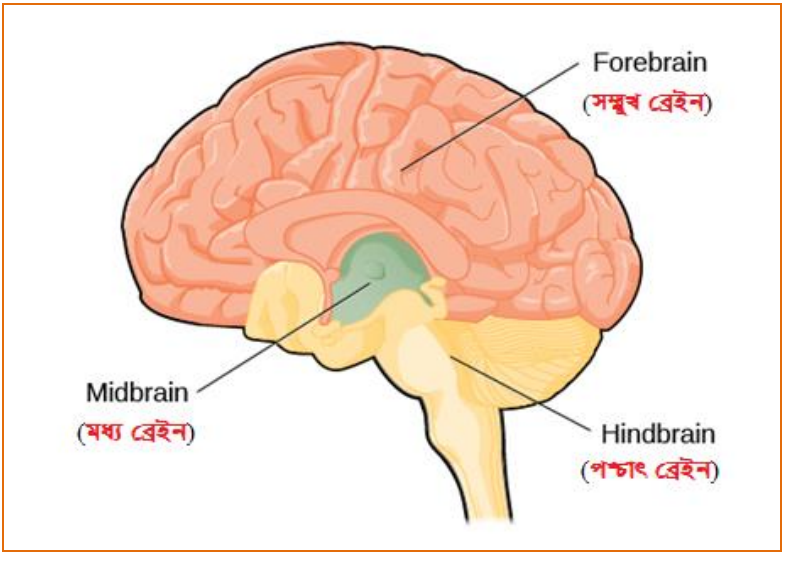

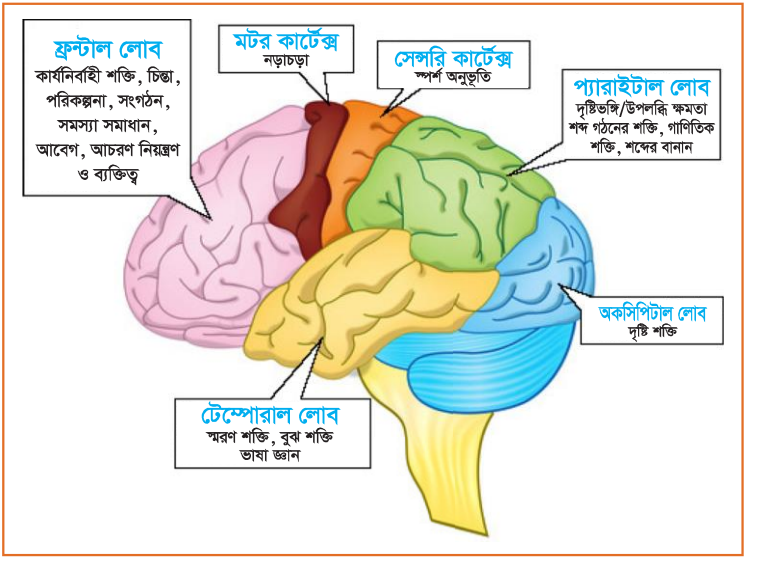

মানব শারীরবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মানব মনে (Mind) থাকা এই শক্তিগুলো উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। কিন্তু মানব মন এ শক্তিগুলো এবং তার উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি/নীতিমালা কোথা থেকে পেল এ বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব। তবে কুরআন ও সুন্নায় এ বিষয়ে অনেক তথ্য আছে।

আল কুরআন

আল কুরআনের সুরা আশ শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াত থেকে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ইলহাম নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মানব মনে ঐ শক্তিগুলো দিয়ে দিয়েছেন। এটি আগের অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কুরআন থেকে মানব মনে উপস্থিত জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense-এর উৎকর্ষিত হওয়ার জাগতিক পদ্ধতি সম্পর্কে যা জানা যায়–

তথ্য-১

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا .....

হে যারা ঈমান এনেছ! যদি তোমরা আল্লাহ-সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন। ... ... (সুরা আল আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া বলতে বোঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা। তেমনি আল্লাহ সচেতন হওয়া বলতে বোঝায় আল্লাহ সম্পর্কিত বিষয় জানা ও মানা।

বিজ্ঞান গ্রন্থে থাকা জ্ঞান প্রণয়ন করেছেন মহান আল্লাহ। বিজ্ঞানীরা শুধু তা উদ্ভাবন (Discover) করেছেন। অন্যদিকে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় জানার উপায় হলো– কুরআন, হাদীস, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি বই পড়া।

আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তার অতাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া বলতে বোঝায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম (প্রাকৃতিক আইন, বিধান, নীতিমালা) অনুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া (বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা'** (গবেষণা সিরিজ-২৪) নামক বইটিতে।

আয়াতটির সরল বক্তব্য হলো– আল্লাহ সচেতন হতে পারলে তিনি মানুষকে মিথ্যা ও সত্য পার্থক্যকারী শক্তি আকল দেবেন। কিন্তু সুরা আশ শামছের ৭ ও ৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'ইলহাম' নামক এক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা মানব ব্রেইনে মিথ্যা ও সত্য পার্থক্যকারী শক্তি দিয়েছেন। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য আপাত বিরোধী। কিন্তু সুরা নিসার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী আয়াত/বক্তব্য নেই।

তাই আয়াতটির প্রকৃত বক্তব্য হলো– আল্লাহ সচেতন হতে পারলে তথা কুরআন, হাদীস, সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করলে আল্লাহর তৈরি Program (বিধান/প্রাকৃতিক আইন) অনুযায়ী জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (বুঝা, ব্যাখ্যা করা, সিদ্ধান্ত দেওয়া ইত্যাদি ক্ষমতা) বেড়ে যাবে। এটি নতুন জ্ঞান (RAM) যোগ করলে যান্ত্রিক জ্ঞানের শক্তি Computer-এর বিশ্লেষণ ক্ষমতা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে বেড়ে যাওয়ার মতো বিষয়।

সুতরাং আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– সাধারণ জ্ঞান, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি গ্রন্থের জ্ঞানার্জন করলে আল্লাহর তৈরি Program অনুযায়ী জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকলের কুরআন বোঝা, ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি ক্ষমতা বেড়ে যাবে।

তথ্য-২

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ يَّعۡقِلُوۡنَ بِهَآ اَوۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا ...

.....

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মন সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো। ... ... (সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন আকলের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়।

এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

..... فَاِنَّهَا لَا تَعۡمَى الۡاَبۡصَارُ وَلٰكِنۡ تَعۡمَى الۡقُلُوۡبُ الَّتِىۡ فِى الصُّدُوۡرِ.

... ... প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত আকলে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

দেশ-ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা নতুন নতুন জিনিস (উদাহরণ) দেখে আকলে নতুন জ্ঞান যোগ হয়। এর ফলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মানুষের আকলের বুঝ, বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বেড়ে যায়। তাই কুরআন দেখে পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়।

তথ্য-৩

بَلۡ هُوَ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ فِىۡ صُدُوۡرِ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡعِلۡمَ ....

বরং উহা (কুরআন) স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আয়াত সে ব্যক্তিদের সদরে (Fore brain) যাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। ... ...

(সুরা আল আনকাবুত/২৯ : ৪৯)

ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বস্তুত কুরআন স্পষ্টভাবে প্রমাণিত শিক্ষা ধারণকারী গ্রন্থ সে ব্যক্তিদের কাছে, যারা তাদের সম্মুখ ব্রেইনে অবস্থিত মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি আকলকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী উৎকর্ষিত করে জ্ঞানী হয়েছে।

আকলকে উৎকর্ষিত করার আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম হলো– সাধারণ জ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করা।

তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো– যারা সাধারণ জ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদির জ্ঞানার্জন করে আকলকে উৎকর্ষিত করতে পারবে তারা সহজে বুঝতে পারবে যে– কুরআন একটি স্পষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান ধারণকারী গ্রন্থ। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব।

সম্মিলিত শিক্ষা– এগুলোসহ আরও আয়াত থেকে জানা যায়– বিভিন্ন গ্রন্থ পড়া বা দেশ ভ্রমণের মাধ্যমে আকলের জ্ঞানভান্ডার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ে এবং ঐ উৎকর্ষিত আকল ব্যবহার করে কুরআন অধিক নির্ভুলভাবে জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করা যায়। বর্তমানে দেশ ভ্রমণের স্থানে Discovery, Geography ইত্যাদি চ্যানেল দেখার বিষয়টি যোগ হয়েছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، .....

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ: النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, মানুষ খনিজ ধাতু (Metal) স্বরূপ। যেমন রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। আর আত্মাসমূহ স্বভাবজাত সমাজবদ্ধ। সেখানে যেসব রূহ পরস্পর পরিচিতি লাভ করেছিল, দুনিয়াতে সেগুলো

সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আর সেখানে যেগুলো অপরিচিত ছিল, এখানেও তারা অপরিচিত।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে মানুষে মানুষে পার্থক্যকে রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এ কথার ব্যাখ্যা হলো– প্রকৃতিগতভাবে রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্যের যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি মানুষের মর্যাদার মধ্যেও সৃষ্টিগতভাবে পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যের কারণ– বংশ, গোত্র, দেশ, ভাষা, চেহারা, গায়ের রং, লিঙ্গ ইত্যাদি নয়। এ পার্থক্যের কারণ হলো– জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense। যা মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) অধিক শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে বেশি মর্যাদাশীল। আর যে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridetarily) কম শক্তিশালী আকলের অধিকারী হয় সে জন্মগতভাবে কম মর্যাদাশীল। সত্য জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি বাড়ায়। আর মিথ্যা জ্ঞান এ উৎসটির শক্তি কমায়।

অন্যদিকে জাহিলী যুগ হলো সে অধঃপতিত যুগ– যে যুগে বিকৃত হয়ে যাওয়ার কারণে মানুষ আল্লাহর কিতাবের সঠিন জ্ঞান পায় না। কিন্তু তারা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকলকেও কাজে লাগায় না।

হাদীসটির পরের বক্তব্য হলো– জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে, যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। মানবসভ্যতা বিশেষ করে মুসলিম জাতির জন্য এ বক্তব্যে মহাগুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে।

শিক্ষাটি হলো– রৌপ্য ও স্বর্ণের প্রকৃতগতভাবে যে মূল্য আছে কারুকার্য্য করলে সে মূল্য আরও বাড়ে। তবে রৌপ্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে। তাই যার আকল উত্তরাধিকারসূত্রে (Hereditarily) অধিক শক্তিশালী, সে যদি জাহিলী যুগের সাধারণ সত্য জ্ঞানের আলোকে ঐ উৎসকে উৎকর্ষিত করে এবং সেটি ব্যবহার করে চলে তবে সে তাঁর সমাজে অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

আর ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইসলামের জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তাঁর আকলকে উৎকর্ষিত করে এবং সে আকল ব্যবহার করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে। যা উৎকর্ষিত হতে পারে তা অবদমিতও হতে পারে।

হাদীস-২

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغٍ.

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসুল স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

- হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শায়েখ তাজুদ্দিন বিন আতাউল্লাহ তাঁর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আমি আমার শায়েখ আবূল আব্বাস মুরসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এই হাদীসের দুটি ব্যাখ্যা আছে–
  ১. যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতাসহ চিনলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁর ইজ্জত, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতাসহ চিনলো।
  ২. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো এটিই প্রমাণ যে, সে তাঁর প্রভুকে আগেই চিনেছে।

  প্রথমটি হলো একজন সালেকের অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ প্রেমে ডুবন্ত মাজযুব ব্যক্তির অবস্থা।
- হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
- হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।

হাদীসটির ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. বলেছেন– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে। রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Behavior, Intellectuality, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Sex, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার দ্বিতীয় দিকটি সম্পূর্ণভাবে চিকিৎসাবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী রবকে চেনা তথা কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞান সবচেয়ে বেশি সহায়ক বিষয়।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ كتابه شعب الإيمان أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ..... عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: اطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ، فَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

ইমাম বায়হাকী রহ. আনাস ইবনে মালেক রা.-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আবূ আবদুল্লাহ আল-হাফেজ থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন–
আনাস ইবনে মালেক রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

১. ইমাম বায়হাকী রহ. তাঁর রচিত 'শু'আবুল ঈমান'-গ্রন্থে এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
২. হাদীসটির প্রথমাংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো) সনদের শুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। তবে শেষাংশের 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ' বক্তব্য সকল মুহাদ্দিসের মতে সনদগতভাবে সহীহ এবং
৩. হাদীসটির প্রথম অংশের (তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো) মতন বা বক্তব্য বিষয় কুরআন বিশেষ করে সূরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের সাথে ভীষণভাবে সম্পূরক।

৪. হাদীসটির বক্তব্য বিষয় অপরাপর সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের বক্তব্য ও আকলের সমার্থক ও সম্পূরক।
৫. হাদীসটি অত্যন্ত মশহুর বা প্রসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. প্রথমে বলেছেন– 'তোমরা চীন দেশে গিয়ে হলেও জ্ঞান অন্বেষণ করো'। অর্থাৎ হাদীসটির প্রথম অংশের মাধ্যমে রসুল স. মুসলিমদের জানিয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান শেখার জন্য পৃথিবীর যেকোনো দেশে এমনকি প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে হবে।

হাদীসটির শেষাংশে রসুল স. জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রয়োজন হলে চীন দেশেও যেতে বলার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজ। ঐ সময়ে চীন বা অন্যদেশে ইসলামী জ্ঞান ছিল না। আর আচার-ব্যবহার শেখার জন্য রসুল স.-কে রেখে অন্যদেশে যেতে বলার প্রশ্নই আসে না। চীন ঐ সময় বিজ্ঞানে উন্নত ছিল। তাই হাদীসটির মাধ্যমে রসুল স. জানিয়ে দিয়েছেন– বিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করা মুসলিমদের জন্য ফরজ এবং বিজ্ঞানের জ্ঞান শেখার জন্য দরকার হলে মুসলিমদের পৃথিবীর যেকোনো দেশে যেতে হবে।

তাই এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– বিজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাপক। আর এর একটি কারণ হলো– কুরআন জানা, বুঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানের গুরুত্ব অনেক।

আকল উৎকর্ষিত হওয়ার আধ্যাত্মিক পদ্ধতি

বাস্তব অবস্থা-১

দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অনেকেই উত্তর দেন বিষয়টি একটু ভেবে দেখি, পরে জানাবো। ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিটি প্রশ্নকারীকে উত্তরটি জানিয়ে দেন।

ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টিই হলো সাধনা, তপস্যা বা ধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া।

বাস্তব অবস্থা-২

বিজ্ঞান ও কুরআন গবেষণা যারা করেন তাদেরকে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য লেগে থাকতে হয়। আর গবেষণার পথপরিক্রমায় সঠিক না হওয়ার কারণে বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হয়। সিদ্ধান্ত

পরিবর্তন করতে করতে একসময় গবেষক সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কুরআন গবেষণা করতে গিয়ে আমার নিজের জীবনেও অনেকবার এটি ঘটেছে।

গবেষণা করতে গিয়ে– লেগে থেকে, বার বার সিদ্ধান্ত পাল্টিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার বিষয়টিই হলো সাধনা, তপস্যা বা ধ্যানের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ.

('ওহী' শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে) : আর কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন; (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহীর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়।

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না।

এরপর জানানো হয়েছে মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. ওহীর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ওহীর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসুলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসুলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন।

আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা ওহীর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের ওহীর মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বোঝা যায়, ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো– SMS বা ক্ষণদে বার্তা। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে SMS (ক্ষণদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

SMS (ক্ষণদে বার্তা) আদান-প্রদানের মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি : SMS পাঠাতে হয় কোনো একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একইভাবে পাঠিয়ে দেয় যার কাছে বার্তাটি পাঠানো হয়েছে তার মোবাইল সেটে। গ্রহণকারী সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে।

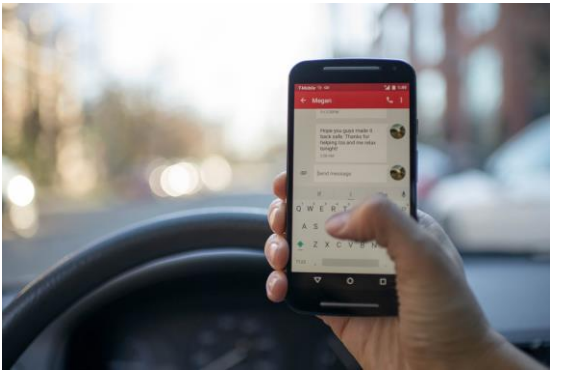

আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান পদ্ধতি : আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense-এর মধ্যে। SMS করতে ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নম্বর বা মোবাইল নম্বর হলো DNA নম্বর।

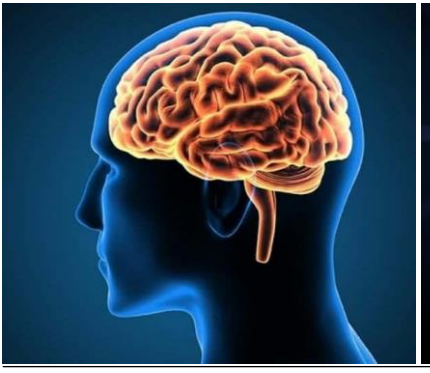

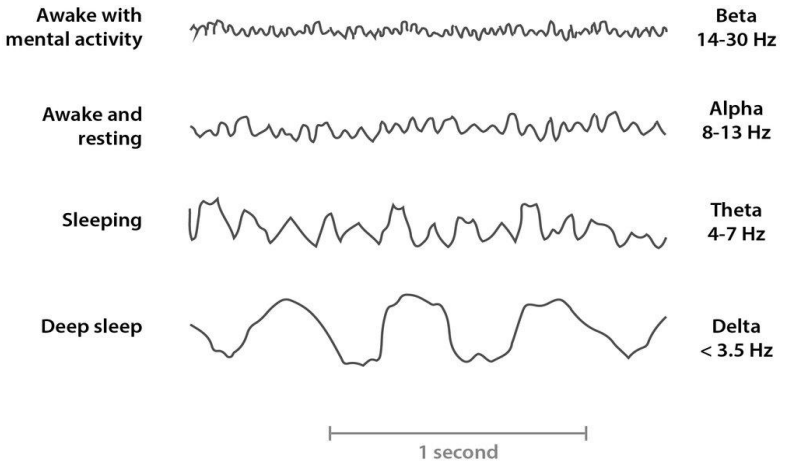

Normal Adult Brain Waves

আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলোর উত্তর মেমোরি আকারে দেওয়া আছে। মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন তার সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) বিদ্যুতের একটি Wave (ঢেউ) তৈরি হয়।

আল্লাহর সার্ভার ঐ Wave অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন DNA নম্বর থেকে প্রশ্নটি এসেছে। আল্লাহর সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ DNA নম্বর ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষণদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়।

তবে এই ক্ষণদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল/Common sense যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষণদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। আকল/Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা ও সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য কাহিনির আলোকে জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষণদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ গ্রহণযোগ্য হবে।
২. কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ গ্রহণযোগ্য হবে না।

আয়াতটি অনুযায়ী, বিজ্ঞানীরা যে পদ্ধতিতে গবেষণার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় : একজন বিজ্ঞানী যখন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে বসেন তখন তার সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (মনে থাকা Common sense/আকলে) নানা ধরনের প্রশ্ন উদয় হয়। প্রশ্নটি Wave (ঢেউ) আকারে আল্লাহর সার্ভারে চলে যায়। সার্ভার মুহূর্তেরও কম সময়ে (Quantum entanglement) প্রশ্নটির উত্তর গবেষকের মনে থাকা আকলে SMS (ক্ষণদে বার্তা) আকারে পাঠিয়ে দেয়।

বিষয়টি সূক্ষ্ম/কঠিন হলে গবেষককে অসংখ্য SMS (ক্ষণদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হয় এবং এ জন্যে তাকে গভীর সাধনা, তপস্যা, Meditation বা ধ্যানে মগ্ন থাকতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনকি বছরের পর বছর সাধনা করতে করতে একদিন সে সঠিক উত্তরটি পেয়ে যায় এবং ইউরেকা ইউরেকা তথা পেয়েছি পেয়েছি বলে চিৎকার দেয়।

তাই আয়াতটি অনুযায়ী, কুরআন গবেষণা বা ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি যা হবে :
কুরআন হলো বিজ্ঞানময় কিতাব। তাই বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতি যা হবে, কুরআন গবেষণা বা ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পদ্ধতিও তাই হবে।

আর সে পদ্ধতি হলো– একজন কুরআন গবেষক বা ব্যাখ্যাকারী যখন কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা বা ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন তার সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা মনে (মনে থাকা Common sense/আকলে) নানা ধরনের প্রশ্ন উদয় হয়। প্রশ্নটি Wave (ঢেউ) আকারে আল্লাহর সার্ভারে চলে যায়। সার্ভার মুহূর্তেরও কম সময়ে (Quantum entanglement) প্রশ্নটির উত্তর গবেষকের মনে থাকা আকলে SMS (ক্ষণদে বার্তা) আকারে পাঠিয়ে দেয়।

কুরআনের বিষয়টি সূক্ষ্ম/কঠিন হলে গবেষককে অসংখ্য SMS (ক্ষণদে বার্তা) আদান প্রদানের মাধ্যমে অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে হয় এবং এ জন্যে তাকে গভীর সাধনা, তপস্যা, Meditation বা ধ্যানে মগ্ন থাকতে হয়। এভাবে দিনের পর দিন সাধনা করতে করতে একদিন সে সঠিক উত্তর তথা ব্যাখ্যাটি পেয়ে যায়। কুরআন গবেষণা/ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আমার নিজের জীবনে অনেকবার এমনটি ঘটেছে।

তথ্য-২

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ .

আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে প্রশ্ন করে (তখন বলে দাও) নিশ্চয় আমি অতি কাছে। আমি প্রশ্নকারীর উত্তর দেই যখন সে আমাকে প্রশ্ন করে। সুতরাং তারাও যেন আমার কথায় সাড়া দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে। যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৮৬)

ব্যাখ্যা : ঈমান = জ্ঞান+বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কথাটির সর্বাধিক তথ্যধারণকারী অর্থ হলো কুরআনের জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে আল্লাহ সম্পর্কে জানা এবং সে জ্ঞান বিশ্বাস করা। তাই আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে–

'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে (তখন বলে দাও) আমি অতি নিকটে' অংশের ব্যাখ্যা : আল্লাহর অবস্থান মানুষের অতি নিকটে।

'আমি উত্তর দেই জিজ্ঞাসাকারীর প্রশ্নের যখন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে' অংশের ব্যাখ্যা : মানুষ আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলে আল্লাহ তা'য়ালা সে প্রশ্নের উত্তর দেন। ১ নং তথ্যের আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা ও মানুষের মধ্যে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদান হয় ক্ষণদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে।

'সুতরাং তারাও যেন আমার (কথার) উত্তর দেয় এবং আমার ওপর ঈমান আনে' অংশের ব্যাখ্যা : সুতরাং তারাও যেন আমার আদেশ, নিষেধ ও উপদেশের উত্তর, কথা ও কাজের মাধ্যমে দেয়। আর কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার মাধ্যমে আমার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার চেষ্টা করে এবং সে জ্ঞান বিশ্বাস করে।

'যাতে তারা সঠিক পথের সন্ধান পায়' অংশের ব্যাখ্যা : যাতে তারা আমার সাথে প্রশ্ন ও উত্তর আদান-প্রদানের মাধ্যমে কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা জানার সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/Meditation করে জীবনের সঠিক পথ পায়।

তথ্য-৩

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/Meditation করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

..... كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.

... ... এভাবে আল্লাহ আয়াতকে তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা গবেষণা করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ দুটিসহ কুরআনের অনেক আয়াতে মহান আল্লাহ কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/Meditation করতে বলেছেন বা তা না করার জন্য তিরস্কার করেছেন। কারণ, চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/Meditation-এ বসলেই মহান আল্লাহ ও মানুষের মনের মধ্যে ক্ষণদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান শুরু হয়ে যায়। আর এ ক্ষণদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদানের মাধ্যমে একদিন মানুষ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যাটি পেয়ে যায়।

প্রথম আয়াতটিতে থাকা **'নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?'** কথাটি থেকে জানা যায়– চিন্তা-গবেষণা/ধ্যান/Meditation-এর সময় ক্ষণদে বার্তা (SMS) আদান-প্রদান হয় মানুষের মন তথা মনে থাকা **আকল** এবং মহান আল্লাহ তথা মহান আল্লাহর **সার্ভারের** মধ্যে।

তথ্য-৪

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের। সুতরাং যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো। আর উত্তমটিকে সত্য প্রতিপন্ন করল। অতপর শীঘ্রই আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে। আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো। আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো। শীঘ্র আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।

(সুরা আল লাইল/৯২ : ৪-১০)

আয়াতগুলোর অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

আয়াত নং-৪

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ.

অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

ব্যাখ্যা : মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ও পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের।

আয়াত নং-৫

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ.

সুতরাং যে দান করলো ও আল্লাহ-সচেতন হলো।

ব্যাখ্যা : আল্লাহ-সচেতন হওয়া কথাটির ব্যাখ্যা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, মানব শারীরবিজ্ঞান, অন্যান্য বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সত্য উদাহরণ এবং ঐতিহাসিক ও সাধারণ সত্য কাহিনির শিক্ষার ভিত্তিতে জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense-কে উৎকর্ষিত করে যথাযথ মানের জ্ঞানী ও আমলকারী হওয়া।

আয়াত নং-৬

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ.

আর উত্তমকে সত্য প্রতিপন্ন করল।

ব্যাখ্যা : উত্তম হলো– ইসলামী জীবনব্যবস্থা। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– আর ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে সত্য প্রতিপন্ন করল।

আয়াত নং-৭

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ.

অতপর শীঘ্র আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো সহজটিকে।

ব্যাখ্যা : সহজটি হলো– ইসলামী জীবন। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্র আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, আমার সাথে SMS/ক্ষণদে বার্তা আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে আল কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা জানার মাধ্যমে, তার জন্য সহজ জীবনব্যবস্থা ইসলামের পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

আয়াত নং-৮

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ

আর যে কার্পণ্য করলো ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ/বেপরোয়া মনে করলো।

ব্যাখ্যা : এখানে কার্পণ্য করার অর্থ– আল্লাহর সাথে SMS/ক্ষণদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে সময় দিয়ে সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/Meditation করায় কার্পণ্য করা।

আয়াত নং-৯

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ

আর উত্তমটিকে মিথ্যা অভিহিত করলো।

ব্যাখ্যা : আর ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে কথা ও কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল।

আয়াত নং-১০

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ.

শীঘ্র আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তার জন্য সহজ করে দেবো কঠিনটিকে।

ব্যাখ্যা : কঠিনটি হলো– অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থা। তাই আয়াতটির বক্তব্য হলো– শীঘ্র আমাদের তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী, SMS/ক্ষণদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে, তার জন্য ইসলাম বিরোধী জ্ঞানার্জন করা ও অনৈসলামিক পথে চলা সহজ হয়ে যাবে।

আল হাদীস

হাদীস-১ (ফে'য়লী হাদীস)

রসুল স. নবুওয়াত লাভ করার আগে সমাজ থেকে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, অশ্লিলতা ইত্যাদি দূর করার জন্য নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী হিলফুল ফুজুল প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন ধরনের চেষ্টা করেছেন।

ঐ সকল প্রচেষ্টায় সফল হতে না পেরে তিনি হেরা গুহায় গিয়ে সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/Meditation-এ বসেন। ৪০ দিন সাধনা/তপস্যা তথা আল্লাহর সাথে SMS/ক্ষণদে বার্তা আদান-প্রদানের মাধ্যমে কথা বলার পর তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সঠিক জ্ঞানের আলো তথা নবুওয়াত লাভ করেন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الإِمَامُ الدَارِمِي فِي سُنَنِهِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ... ...قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : **الْعَقْلُ**

وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ

ইমাম দারেমী রহ. শা'বী রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের থেকে শুনে তাঁর 'আস সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– শা'বী রহ. বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) শুধু সেই ব্যক্তি এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনে সফল হতো যে নিজের মধ্যে দুটি গুণের সমাবেশ করতে পারতো, **আকল/Common sense** এবং **সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/ Meditation**।

অতঃপর যে ব্যক্তি **সাধনাকারী/তপস্বী হয়** কিন্তু **আকল সম্পন্ন না হয়**, সে বলে এটি এমন এক গ্রন্থ যার জ্ঞান, গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়।

অন্যদিকে যে ব্যক্তি **আকল সম্পন্ন হয়** কিন্তু **সাধনাকারী/তপস্বী হয় না** সে বলে এটি এমন গ্রন্থ, যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা (জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা বন্ধ করে দেয়।

তারপর শা'বী রহ. বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অর্জনের চেষ্টা করবে যার মধ্যে এ দুটি গুণের একটিও থাকবে না। **না আকল** আর **না সাধনা/তপস্যা**।

- ◆ সুনানুদ দারেমী, *আস সুনান*, হাদীস নং-৩৭৯।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : শা'বী রহ. অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একজন তা'বী। হাদীসটি থেকে সন্দেহাতীতভাবে জানা যায় তা'বী যুগে (সাহাবীগণের পরের যুগ) কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি জিনিস লাগতো। আকল ও সাধনা/তপস্যা/ধ্যান। আরবী ব্যাকরণের কথা বলা হয়নি। আর ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি–

- আল কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাকারী হলেন মহান আল্লাহ।
- মহান আল্লাহ নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হলেন রসুল মুহাম্মাদ স.।

কিন্তু মহান আল্লাহ ও রসুল স.–

- কুরআন ও হাদীসের কোথাও সরাসরি বলেননি যে– কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গভীর/ সাধারণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- কুরআনের শব্দের ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ করে কুরআন বুঝিয়েছেন এমন কোনো তথ্য কুরআন ও হাদীসে নেই।

হাদীসটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করার জন্য আকল ও সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/Meditation অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي – أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي" قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

- ◆ বুখারী, হাদীস নং- ১১০৯; আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং- ৭০৩; বাইহাকী, হাদীস নং- ১০৬০১; সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং- ১০৩৩২; সুনানু আবু দাউদ, হাদীস নং-১৫৪০; সুনানুত তিরমিযী হাদীস নং-৪৮০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ . . . . . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا،

ইমাম বুখারী রহ. জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি কুতাইবা থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন–

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ،

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বলেন– রসুল স. আমাদের সব কাজে ইস্তিখারা করতে বলতেন। যেমন করে আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের সুরা শিক্ষা দিতেন।

শিক্ষা :

১. ইস্তিখারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

২. কুরআন থেকে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর জানানো জ্ঞান পাওয়া যায়। ইস্তিখারার মাধ্যমেও বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহ থেকে জ্ঞান লাভ করা/জ্ঞান পাওয়া যায়।

يَقُولُ: "إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ،

তিনি বলেছেন– তোমাদের কেউ কোনো কাজ করার চিন্তা-ভাবনা করলে সে যেন আগে ফরজ নয় এমন (নফল) দুই রাকাত সালাত আদায় করে নেয়।

ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ

অতঃপর এ দুয়া পড়ে– হে আল্লাহ! আমি (এ কাজটির বিষয়ে) আপনার জ্ঞান থেকে জ্ঞান লাভ করে কল্যাণ পাওয়ার প্রার্থনা করছি।

وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ،

আপনার (সকল ধরনের) শক্তি থেকে শক্তি কামনা করছি এবং অপার করুণা ভিক্ষা করছি।

فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ،

কারণ, আপনি (সকল) ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না, আপনি (সকল) জ্ঞান রাখেন আমি রাখি না এবং আপনি অদৃশ্যের বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ – فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،

হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন এ বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য কল্যাণকর হবে,

তাহলে আমার জন্য ওটার (সফল হওয়ার) প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন (জানা, বোঝা ও অনুসরণ করা) সহজ করে দিন। অতঃপর তাতে বরকত দান করুন।

وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي–أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ–فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ،

আর আপনি যদি মনে করেন বিষয়টি দুনিয়া, আখিরাত এবং জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার জন্য অকল্যাণকর হবে, তাহলে তা আমার থেকে দূরে রাখুন এবং আমাকেও তা থেকে দূরে রাখুন (আমাকে তা থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জ্ঞান দিন)।

وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي"

অতঃপর আমার জন্য কল্যাণ লাভের প্রোগ্রাম (জানা, বোঝা ও অনুসরণের) ব্যবস্থা করুন তা যেখানেই থাকুক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট চিত্ত করুন।

قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

তিনি বলেছেন– هَذَا الأَمْرَ কথাটির স্থলে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। এখানে কুরআনের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে পারার আবেদন।

সম্মিলিত শিক্ষা : কুরআন, হাদীস ও বাস্তবতা/যুক্তির উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে– সাধনা/তপস্যা/ধ্যান/Meditation কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

যে সকল স্থানে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক বহু উদাহরণ আছে বলে কুরআন ও হাদীস জানিয়েছে

আল কুরআন

তথ্য-১

اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ اخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَ النَّهَارِ لَاٰیٰتٍ لِّاُولِی الۡاَلۡبَابِ ۚ ۖ.

নিশ্চয়ই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যে উলিল আলবাবদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

(সুরা আলে ইমরান/৩ : ১৯০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং রাত ও দিনের আবর্তনের মধ্যে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক অনেক সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ আছে।

তথ্য-২

وَ مِنۡ اٰیٰتِهٖ خَلۡقُ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ وَ مَا بَثَّ فِیۡهِمَا مِنۡ دَآبَّۃٍ ؕ ....

আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এ দুয়ের মধ্যে যেসকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে আছে সেগুলোর সৃষ্টিতত্ত্ব।... ... ...

(সুরা আশ শূরা/৪২ : ২৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– মহাকাশ ও পৃথিবীর এবং উভয় স্থানে মানুষসহ যে সকল প্রাণী রয়েছে তাদের সৃষ্টিতত্ত্বে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার সহায়ক অনেক সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ আছে।

তথ্য-৩

اَفَلَا یَنۡظُرُوۡنَ اِلَی الۡاِبِلِ کَیۡفَ خُلِقَتۡ. وقفة وَ اِلَی السَّمَآءِ کَیۡفَ رُفِعَتۡ. وقفة وَ اِلَی الۡجِبَالِ کَیۡفَ نُصِبَتۡ. وقفة وَ اِلَی الۡاَرۡضِ کَیۡفَ سُطِحَتۡ. وقفة

তবে কি তারা দেখে না উটকে কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আর আকাশকে কীভাবে উঁচু করা হয়েছে? আর পর্বতমালাকে কীভাবে গেড়ে দেওয়া হয়েছে? আর পৃথিবীকে কীভাবে বিস্তৃত করা হয়েছে?

(সুরা আল গাশিয়া/৮৮ : ১৭-২০)

ব্যাখ্যা : অতীতে দেখার একমাত্র উপায় ছিল খালি চোখ। বর্তমানে যোগ হয়েছে অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র। তাই এ আয়াতে প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করার মাধ্যমে মানুষকে খালি চোখ, অণুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে– উটের সৃষ্টি, আকাশকে উঁচু করা, পর্বতমালাকে শক্ত করে দাঁড় করানো এবং ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করার মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ তথ্য তথা সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক উদাহরণ খুঁজতে বলা হয়েছে। কারণ ঐ উদাহরণ কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য দারুণভাবে সহায়ক হবে।

তথ্য-৪

وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ . وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ .

আর আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সবের ওপর দিয়ে চলাচল করে, কিন্তু তারা এ সবকে উপেক্ষা করে। আর তাদের (মানুষের) অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, মুশরিক হওয়া ছাড়া।

(সুরা ইউসুফ/১২ : ১০৫, ১০৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে– আকাশ ও পৃথিবীতে যে পথ দিয়ে মানুষ চলাচল করে তার চতুর্দিকে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যার সহায়ক বহু উদাহরণ রয়েছে, কিন্তু মানুষ সেগুলোকে উপেক্ষা করে। অর্থাৎ মানুষ ঐ উদাহরণকে জ্ঞানার্জন এবং কুরআনকে ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য কাজে লাগায় না।

তথ্য-৫

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ . وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ؕ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ .

আর দৃঢ়বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। আরও (নিদর্শন রয়েছে) তোমাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে। তোমরা কি দেখতে পাও না?

(সুরা আয যারিয়াত/৫১ : ২০, ২১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে দৃঢ়বিশ্বাসীদের নাম উল্লেখ থাকলেও দুর্বল ও মধ্যম মানের ঈমানদারগণও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ, উদাহরণে সকলের জন্য শিক্ষা থাকে। বর্তমানে 'দেখা' বলতে বোঝায় খালি চোখ, অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে দেখা।

তাই আয়াতদুটির শিক্ষা হলো– পৃথিবীতে এবং নিজেদের শরীরের মধ্যে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, দৃঢ়বিশ্বাসী হতে চাওয়া ব্যক্তিদের জন্য।

যে বিষয়ের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর উদাহরণ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ। এ তথ্য সঠিক হওয়ার প্রমাণ–

Common sense
দৃষ্টিকোণ-১

♦ বিষয়বস্তু অভিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ

কুরআনের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। তাই কুরআনে আলোচনা করা হয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক, ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন এবং মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, PSzchology, Sex, Food, Intellectuality, Behavior, Need, Aging process, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি। আর কুরআনে যে সকল আমল (কাজ) মানুষকে পালন করতে বলা হয়েছে তা বলা হয়েছে মানুষের Anatomy, Physiology, PSzchology, Intellectuality, Behavior, Need, Sex, Aging process, Limitations ইত্যাদির দিকে খেয়াল রেখে। এ কথাটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.....

আল্লাহ কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত (বোঝা) চাপিয়ে দেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৮৬)

অন্যদিকে চিকিৎসাবিজ্ঞান আলোচনা করে মানুষের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Behavior, Sex, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি নিয়ে।

তাহলে দেখা যায় কুরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তু একই তথা মানুষ। তবে কুরআনে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিকের তুলনায় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক,

ধর্মীয় ও পারলৌকিক জীবন ইত্যাদি দিক নিয়ে বেশি আলোচনা করা হয়েছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানে আলোচনা আছে শুধু মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের দিক নিয়ে। তাই Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, কুরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতিমালা ও তথ্যের মধ্যে ব্যাপক মিল থাকবে। আর তাই একটির নীতিমালা ও তথ্য জানা থাকলে অন্যটির নীতিমালা ও তথ্য বোঝা সহজ হয়।

দৃষ্টিকোণ-২

♦ ব্যক্তি মানুষের সরাসরি কল্যাণকর হওয়ার দৃষ্টিকোণ

চিকিৎসাবিজ্ঞান মানুষের ব্যক্তিগত কল্যাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আর স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ বেশি মনযোগ দিয়ে শোনে এবং জানতে চায়।

দৃষ্টিকোণ-৩

♦ কিছু না কিছু জ্ঞান থাকার দৃষ্টিকোণ

প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু না কিছু জ্ঞান বা উপলব্ধি আছে। কারণ– নিজের, পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য জীবনে একবারও চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়নি এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। তাই অন্য উদাহরণের চেয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ মানুষ সহজে বুঝতে পারে।

♦♦ Common sense-এর উল্লিখিত দৃষ্টিকোণসমূহের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা এবং বোঝানোর জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে।

তাই ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা বা বোঝানোর জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশি কার্যকর উদাহরণ।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ....

আর আমরা কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা মুমিনদের জন্য (বিভিন্ন বিষয়ে) চিকিৎসা ও রহমত। ... ...

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৮২)

يَاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ.

হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের কাছ থেকে উপদেশ এসেছে। আর তোমাদের সদরে যা আছে তার নিরাময়কারী এবং মু'মিনদের জন্য হিদায়াত ও রহমত। (সুরা ইউনুস/১০ : ৫৭)

..... قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ط .....

... ... বলো, মু'মিনদের জন্য এটা পথনির্দেশিকা (Manual)ও নিরাময়কারী। ... ... (সুরা হা-মিম-আস সিজদাহ/৪১ : ৪৪)

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ সকল আয়াত থেকে জানা যায়– আল কুরআনে মানুষের শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ক অনেক তথ্য আছে। তাই আয়াতগুলোর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– কুরআন ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতিমালা ও তথ্যের মধ্যে ব্যাপক মিল আছে। আর তাই একটির নীতিমালা ও তথ্য জানা থাকলে অন্যটির নীতিমালা ও তথ্য বোঝা সহজ হয়।

তথ্য-২

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ .

অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহর প্রকৃতি। যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই। এটা স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। (সুরা আর রুম/৩০ : ৩০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা রসুল স.-কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বলেছেন। এরপর তিনি বলছেন– এ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতি। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। তারপর বলা হয়েছে– যে প্রকৃতির ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। এ কথার অর্থ হলো– আল্লাহর প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যসীল করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

বীজগণিত মতে, A = B এবং B = C হলে A = C। তাই আয়াতটির এ অংশ থেকে শিক্ষা হলো–

ইসলাম = আল্লাহর প্রকৃতি
আবার
আল্লাহর প্রকৃতি = মানুষের প্রকৃতি
সুতরাং
ইসলাম = মানুষের প্রকৃতি
(ইসলাম হলো– স্বভাব ধর্ম)

আল্লাহর প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর মানুষের প্রকৃতির তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের গ্রন্থ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়–

১. চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলে কুরআন বোঝা সহজ হয়।
২. কুরআনের জ্ঞান থাকলে চিকিৎসাবিজ্ঞান বোঝা সহজ হয়।

আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে– আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো ভিন্নতা নেই। এটা স্থায়ী জীবনব্যবস্থা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। আয়াতটির এ অংশের ব্যাখ্যা হলো বিভিন্ন সৃষ্টির–

১. আকার-আকৃতি, জীবন-যাপন ও পরিচালনার বিধি-বিধানের মধ্যে ছোটো-বড়ো অনেক ভিন্নতা আছে।
২. সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালার মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই।

যেমন–

১. সকল জীবের শরীরের ইউনিট তথা কোষের (Cell) গঠন এবং ভেতরের মূল পরিচালনা পদ্ধতির মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
২. সকল জীবের সৃষ্টিকে 'ওহীর' মাধ্যমে জীবনের সাথে সম্পর্কিত ভুল বা সঠিক বিষয়ের ধারণা পাওয়ার ব্যবস্থা আছে।
৩. সকল জীবের মধ্যে রোগ প্রতিরোধের জন্মগত ব্যবস্থা আছে।
৪. সকল জীবের বেঁচে থাকা ও মৃত্যু হওয়ার মৌলিক নীতিমালা একই।
৫. সকল জীবের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে এবং বংশবৃদ্ধির উপায়ের মৌলিক নীতিমালার মধ্যে ব্যাপক মিল আছে।
৬. সকল সৃষ্টির বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য লাগে এবং ঐ খাদ্যের মৌলিক উপাদানের মধ্যে অনেক মিল আছে।
৭. যে সকল সৃষ্টি দলবদ্ধভাবে (সমাজবদ্ধভাবে) জীবন-যাপন করে (মৌমাছি, মানুষ ইত্যাদি) তাদের দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন পদ্ধতির মধ্যে বহু মিল আছে।
৮. সকল সৃষ্টির শরীরের মূল উপাদান একই আর তা হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেন।

তাই এক সৃষ্টির মৌলিক তথ্য জানা থাকলে অন্য সৃষ্টির মৌলিক তথ্য জানা, বোঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। সুতরাং আয়াতটির সার্বিক শিক্ষা হলো– মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মূল সৃষ্টিতত্ত্ব ও পরিচালনার মূল নীতিমালা জানা থাকলে কুরআন জানা, বোঝা ও ব্যাখ্যা করার নীতিমালা জানা ও বোঝা সহজ হয়।

তথ্য-৩

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۔

পড়ো (অধ্যয়ন করো) তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। পড়ো (অধ্যয়ন করো), আর তোমার রব মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। (আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমে) তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে আগে জানতো না।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা : কুরআনের এ পাঁচটি আয়াত সর্বপ্রথম নাযিল হয়েছে এবং এরপর বেশ কয়েক মাস কুরআন নাযিল হওয়া বন্ধ ছিল। প্রথম আয়াতটির বিষয় অনির্দিষ্ট কিন্তু দ্বিতীয় আয়াতটির বিষয় সুনির্দিষ্ট। আর তা হলো চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভ্রূণ তত্ত্বের বিষয়।

আলাক শব্দটির অর্থ হলো কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা জিনিস। ভ্রূণ প্রথম দিকে জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে। ছবি দেখুন–

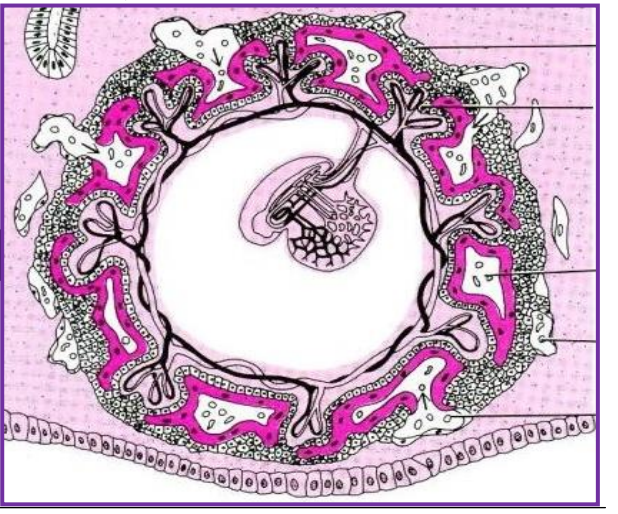

আলাকা

তাই দেখা যায়– চিকিৎসাবিজ্ঞানের আয়াত তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানকে মহান আল্লাহ কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে স্থান দিয়েছেন। মহান আল্লাহ বিনা কারণে কোনো কাজ করার ত্রুটি থেকে মুক্ত। তাই আল্লাহ তা'য়ালার এ কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণ আছে।

আয়াত পাঁচটিতে শুধু জ্ঞান বা জ্ঞানার্জনে সহায়তাকারী বিষয়ের (কলম) কথা বলা হয়েছে। শেষ আয়াতটিতে 'যা মানুষ আগে জানতো না' বলে কুরআনের জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানকে কুরআনের প্রথম সুনির্দিষ্ট বিষয়ের মর্যাদা দিয়ে মহান আল্লাহ এ কথাটিই জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ (জ্ঞান) হচ্ছে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান)।

তথ্য-৪

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ .....

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় তত দূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় তত দূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই এ আয়াত অনুযায়ী, যে সকল আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় একদিন সত্য প্রমাণিত হবে তার অর্ধেক হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের আবিষ্কার। সুতরাং এ আয়াতটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ হবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ তথা জ্ঞান।

তাহলে ২১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণই হবে সবচেয়ে বেশি সহায়ক উদাহরণ।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ النَّيْسَابُوْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الصَّحِيْحَيْنِ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ الْمَرْوَزِيُّ، ... ... ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ : اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ.

ইমাম আবূ 'আবদুল্লাহ আল-হাকিম আন্-নিশাপূরী রহ. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাসান বিন হালীম থেকে শুনে তাঁর 'আল মুসতাদরাক 'আলাস সহীহাইন' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বলেন, রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– পাঁচটি অবস্থার আগে পাঁচটি অবস্থাকে গুরুত্ব দাও। বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্রের আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে।

- হাকিম, আল-মুসতাদরাক *'আলাস-সহীহাইন*, হাদীস নং-৭৮৪৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে রসুল স. যে ৫টি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে বলেছেন তার ৪টি হলো– বার্ধক্যের আগে যৌবন, অসুস্থতার আগে সুস্থতা, ব্যস্ততার আগে অবসর এবং মৃত্যুর আগে জীবন। এ ৪টি বিষয়ই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান। আর প্রধান ২টি কারণ হলো–

১. চিকিৎসাবিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম।
২. স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল। তাই অন্য সব বিজ্ঞানের কল্যাণ উপভোগ করতে হলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রয়োজন।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ...

..... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالفَرَاغُ.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি মাক্কী বিন ইবরাহীম থেকে শুনে তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত। রসুলুল্লাহ স. বলেছেন– এমন দুটি নেয়ামত রয়েছে যার ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। (সে দুটি নেয়ামত হলো) সুস্থতা ও বিশ্রাম।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬০৪৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে প্রথমে সুস্থতা ও বিশ্রামকে নেয়ামত বলা হয়েছে। এ ২টি বিষয়ই চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই হাদীসটি অনুযায়ী চিকিৎসাবিজ্ঞান একটি নিয়ামত তথা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীসটির অন্য একটি তথ্য হলো– সুস্থতা ও বিশ্রাম নিয়ে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকায় পড়ে আছে। ধোঁকায় পড়ে থাকার অর্থ হলো ভুলের মধ্যে থাকা। 'অধিকাংশ' মানুষ কথাটির অর্থ হলো– অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক। তাই হাদীসটির একটি তথ্য হলো– চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে।

স্বাস্থ্য তথা চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ভুলের মধ্যে আছে বলা ও মেনে নেওয়া সহজ। কিন্তু বর্তমান যুগেও চিকিৎসাবিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীর অধিকাংশ চিকিৎসক ভুলের মধ্যে আছে কথাটি মেনে নেওয়া কঠিন। তবে কথাটি সঠিক। এ বক্তব্যটি সঠিক হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ৩টি প্রমাণ হলো–

১. চিকিৎসাবিজ্ঞান কুরআন জানা, বোঝা, বোঝানো ও ব্যাখ্যা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ মাধ্যম। এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি প্রায় সকল চিকিৎসক জানে না।
২. বর্তমান যুগেও মানুষের অধিকাংশ রোগের কারণ (Etiology) ও নিরাময়মূলক চিকিৎসা (Curative treatment) চিকিৎসাবিজ্ঞানের আয়ত্তে আসেনি, তাই চিকিৎসকরা জানেন না।

৩. সকল মানুষের মৃত্যুর সময় আগে থেকে নির্দিষ্ট করা আছে যার এক মুহূর্তও পরিবর্তন হবে না। সাধারণ মানুষদের মতো প্রায় সকল চিকিৎসকও এটি বিশ্বাস করেন। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য হলো– বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর একটি নির্দিষ্ট শেষ সময় আছে। ঐখানে পৌঁছালে (যা সাধারণত সম্ভব নয়) মানুষকে অবশ্যই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃত্যুর ঐ নির্দিষ্ট শেষ সময়ের আগে, রোগ হওয়া এবং তার যথাযথ চিকিৎসা দিতে পারা বা না পারার ভিত্তিতে, প্রতিটি মুহূর্তে মানুষের মৃত্যু হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আছুর শেষ সীমার ভেতরে থেকে মানুষ আয়ু বেশি পেতে পারে আবার কমও পেতে পারে।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৭) নামক বইটিতে।

হাদীস-৩

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَتَى يَعْرِفُ الْإِنْسَانُ رَبَّهُ قَالَ إِذَا عَرَفَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَرَاعَى مِنْهَا مَا صَلَحَ وَاسْتَقَامَ مِنْ زَيْغٍ.

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি রসুল স.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসুল! মানুষ কীভাবে তার রবকে চিনবে? রসুল স. বললেন– যখন সে তার নিজেকে চিনবে। অতঃপর নিজের মধ্যে যা কিছু ভালো আছে তা সংরক্ষণ করবে এবং নিজেকে স্খলন থেকে দৃঢ়ভাবে বিরত রাখবে।

হাদীসটির সনদ ও মতন সম্পর্কিত তথ্য

◆ হাদীসটির সনদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মনীষীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। শায়েখ তাজুদ্দিন বিন আতাউল্লাহ তাঁর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আমি আমার শায়েখ আবূল আব্বাস মুরসীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন এই হাদীসের দুটি ব্যাখ্যা আছে–

১. যে ব্যক্তি নিজেকে তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দরিদ্রতাসহ চিনলো সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁর ইজ্জত, কুদরত ও অমুখাপেক্ষীতাসহ চিনলো।

২. যে ব্যক্তি নিজেকে চিনলো এটিই প্রমাণ যে, সে তাঁর প্রভুকে আগেই চিনেছে।

প্রথমটি হলো একজন সালেকের অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হলো আল্লাহ প্রেমে ডুবন্ত মাজযুব ব্যক্তির অবস্থা।

- হাদীসটি 'আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ্দ্বীন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে।
- হাদীসটির মতন সুরা হা-মিম-আস-সিজদার ৫৩ নং আয়াত এবং সুরা যারিয়াতের ২০ ও ২১ নং আয়াতের সরাসরি ব্যাখ্যা বললেও বেশি বলা হবে না।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিকে কেউ কেউ সনদের (বর্ণনা ধারা) দিক থেকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীসটির বক্তব্য বিষয় (মতন) কুরআনের সাথে ভীষণভাবে সামাঞ্জস্যশীল। রসুল স. বলেছেন– যে নিজেকে চিনবে সে তার রবকে চিনবে।

রবকে চিনার মূল অর্থ হলো কুরআন জানা এবং কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝা। আর নিজেকে চেনার অতীব গুরুত্বপূর্ণ দুটি দিক হলো–

১. কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যেতে হবে, কে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন ইত্যাদি জানা।
২. শরীরের Embryology, Anatomy, Physiology, Phycology, Intellectuality, Sex, Behavior, Need, Aging process, Food, Exercise, Disease, Treatment, Limitations ইত্যাদি জানা।

নিজেকে চেনার ১ম দিকটি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের (কুরআন, হাদীস, ফিকাহ, ইসলামী সাহিত্য) সাহায্য নিয়ে মানুষ জানতে পারে। কিন্তু নিজেকে চেনার ২য় দিকটি সম্পূর্ণরূপে চিকিৎসাবিজ্ঞান জানার ওপর নির্ভরশীল। তাই এ হাদীস অনুযায়ী, চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (তথ্য/জ্ঞান) রবকে চেনা তথা কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহায়ক।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে আরবী ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্বের সারসংক্ষেপ

১. কুরআন সরাসরি পড়ে সরল অর্থ জানতে হলে আরবী ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান থাকতে হবে।

২. কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ বের হওয়ার পর কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে।
(কারণ– অনুবাদ গ্রন্থ পড়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করা সম্ভব)।

৩. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ব্যাকরণের গুরুত্ব সামান্য।

৪. কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ, আকল ও সাধনা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে সত্য উদাহরণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি।

৫. উদাহরণের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

৬. সকল মুসলিমকে কুরআনের সহীহ তিলাওয়াত শেখার চেষ্টা করতে হবে। কারণ, সালাতে কুরআন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক।

৭. যারা জীবন-জীবিকার জন্য মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষা শিখেছে, তাদের কুরআন সরাসরি পড়ে অর্থ বুঝতে পারার জন্য কুরআনিক আরবী ব্যাকরণ জানার চেষ্টা না করলে জবাবদিহি করতে হবে।

কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার জন্য কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত মূলনীতিসমূহ

কুরআন, হাদীস ও বিজ্ঞানের সরাসরি তথ্যের ভিত্তিতে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন কুরআনের অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বোঝার জন্য ১০টি (দশ) মূলনীতি উদ্ভাবন (Discover) করেছে। ঐ ১০টি মূলনীতি জানা, বোঝা ও ব্যবহার করা সহজ। মূলনীতিসমূহ হলো–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোনো বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

এ ১০টি মূলনীতির যে যত বেশি সংখ্যক ব্যবহার করতে পারবে সে আল কুরআনের তত বেশি সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

আল কুরআন ব্যাখ্যার ব্যাপারে সুন্নাহর (হাদীস) অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান আছে। সে অবস্থান হলো ব্যাবহারিক (Applied) পর্যায়ে। এ বিষয়সহ ১০টি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

এখানে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন উদ্ভাবিত ১০টি মূলনীতির মূল কথাগুলো উপস্থাপন করা হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো বক্তব্য নেই

এটি হলো কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। দুটি আয়াতের আপাত অর্থ যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বিরোধী হয় তবে তা নিয়ে মুসলিমদের গবেষণায় বসে যেতে হবে এবং গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে যতদিন না আয়াত দুটির সম্পূরক বা বিরোধী নয় এমন গ্রহণযোগ্য অর্থ ও ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়। সঠিকভাবে চেষ্টা চালু রাখলে এটি অবশ্যই সম্ভব হবে। আলহামদুলিল্লাহ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন গবেষণার মাধ্যমে এ পর্যন্ত অনেকেগুলো পরস্পর বিরোধী অর্থ ও ব্যাখ্যার সম্পূরক অর্থ ও ব্যাখ্যা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়েছে। ফাউন্ডেশন এ পর্যন্ত ইসলামের ৪২টি মৌলিক বিষয়ে তাদের গবেষণা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো

কুরআনের আয়াতসমূহ রসুল স.-এর দ্বীন কায়েম করার প্রচেষ্টার বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। তাই এক আয়াতে একটি বিষয়ের এক দিক এবং অন্য আয়াতে তার অন্য দিক এসেছে। এ জন্য কুরআন থেকে একটি বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে হলে ঐ বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

কুরআনে মহান আল্লাহ কোনো বিষয়ের একটি দিক এক আয়াতে এবং অন্যদিক আর এক আয়াতে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আল কুরআনে একটি বিষয়ের ব্যাখ্যা বিভিন্ন আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর ঐ ব্যাখ্যা করেছেন মহান আল্লাহ নিজে। সুতরাং হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা কথাটি ঠিক হলেও কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী হাদীসকে কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ না করা

ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের বিপরীত হতে পারে না। ব্যাখ্যা হবে মূল বক্তব্যের অনুরূপ, সম্পূরক বা অতিরিক্ত। তাই কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত বক্তব্যধারণকারী হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু কুরআনের বিপরীত বক্তব্যধারণকারী হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া
এ বিষয়টি নিয়ে অত্র বইতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common Sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা
Common Sense-এর অধিকাংশ রায় এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের রায় এক। আর বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য এবং ঐ বিষয়ে কুরআনের তথ্য এক। তাই কুরআনের একাধিক অর্থবোধক শব্দ বা আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর রায় বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করলে সে অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে।

কেউ কেউ বলেন– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার সময় নিরপেক্ষ থাকতে হবে। কথাটি সঠিক নয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোঝা সহজ হবে। ধরুন– খুলনায় যাওয়ার জন্য আপনাকে দুটি পথের মধ্যে একটিকে বাছাই করতে বলা হলো। প্রথমটি সম্পূর্ণ অন্ধকার এবং দ্বিতীয়টি ৯০% থেকে ৯৮% আলো ধারণকারী। আপনি নিশ্চয় দ্বিতীয়টিকে বাছাই করবেন। কারণ, এ পথটিতে গেলে, প্রথম পথটির তুলনায় খুলনায় পৌঁছাতে পারার সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় নিরপেক্ষ থাকার অর্থ হলো অন্ধকার পথে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করা। আর কুরআন ব্যাখ্যা করার সময় Common sense-এর তথ্য বা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্যের সাথে মিলানোর চেষ্টা করার অর্থ হলো ৯০% থেকে ৯৮% আলো ধারণকারী পথে চলে গন্তব্যে পৌঁছার চেষ্টা করা।

৭. কুরআনের সকল আয়াতের শিক্ষা চালু আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে
কুরআনের আয়াত আগের সকল কিতাবের আয়াতের নাসেখ (রহিতকারী)। তবে কুরআনে কোনো রহিতকারী বা রহিত হওয়া আয়াত নেই। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?** (গবেষণা সিরিজ-৩১) নামক বইটিতে।

৮. যে বিষয় কুরআনে নেই সেটি ইসলামের মৌলিক বিষয় নয়
বিষয়টির পক্ষে কুরআন ও হাদীসে সরাসরি অনেক তথ্য আছে। আর বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়** (গবেষণা সিরিজ-৮) নামক বইটিতে।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

বাস্তব জগতে আমরা দেখি পৃথিবীর সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের হয়। আগের সংস্করণের পর যে সকল নতুন বিষয় আবিষ্কার হয় তা যুক্ত করে অথবা আগের সংস্করণে থাকা যে সকল বিষয় ইতোমধ্যে যথাযথ হয়নি বলে প্রমাণিত হয়েছে তা বাদ দিয়ে নতুন সংস্করণ বের করা হয়। তাই আল্লাহ কর্তৃক কুরআনের আগে পাঠানো তাঁর কিতাবের নতুন সংস্করণ পাঠানো তথা তাঁর কিতাবকে যুগের উপযোগী করা যৌক্তিক ছিল। কিন্তু কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আর সংস্করণ প্রেরণ না করার যুক্তি/কারণ কী? বিশ্বের মুসলিমদের এ প্রশ্নের উত্তর খুব ভালোভাবে বুঝে নেওয়া এবং সে আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

লেখার মাধ্যমে গ্রন্থ সংরক্ষণের পদ্ধতি আবিষ্কার হওয়া এবং বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মেঘে সংরক্ষণের জ্ঞান আবিষ্কার হওয়ার পর যেকোনো গ্রন্থ নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করা পদ্ধতির ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। তাই এটি মেনে নেওয়া সহজ যে– সংরক্ষণের ত্রুটির কারণে কুরআনের সংস্করণ বের করার আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু কুরআন নাযিল শেষ হওয়ার পর আজ পর্যন্ত মানবসভ্যতার বাস্তব অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক হবে। তাই আপাতদৃষ্টিতে কারো মনে হতে পারে আগের মতো কুরআনের পর আল্লাহর কিতাবের আরও সংস্করণ আসা দরকার। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে তা নাকচ করে দিয়েছেন। এর কারণ হলো– সকল কিছুর তিন কালের নির্ভুল জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তা'য়ালা আল কুরআনের মূল শব্দসমূহকে (Key words) এমনভাবে বাছাই করেছেন যে, আরবী ভাষায় তার অনেক অর্থ আছে। ঐ অর্থসমূহের মধ্যে এমন অর্থ আছে যা দিয়ে আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করলে তা বর্তমান যুগের সমস্যার সমাধান দেবে এবং কুরআনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা যুগোপযোগী হবে।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণ, ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি এবং কুরআনের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যার মধ্যে সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থা হলো নিম্নরূপ–

অবস্থা-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে সরাসরি অধ্যয়ন করে কুরআনের সরল অর্থ জানা সম্ভব নয়। আর সরল অর্থ না জানলে ব্যাখ্যা করাও সম্ভব নয়।

অবস্থা-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের যথাযথ জ্ঞানার্জন তথা সরল অর্থ জানা ও ব্যাখ্যা বুঝতে ব্যর্থ হবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করার যোগ্যতা না রাখেন।

অবস্থা-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো সরল জ্ঞানার্জন করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থা-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু বা মোটামুটি জ্ঞান থাকা ব্যক্তি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অনুবাদ গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন, যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন। এ বিষয়ে বর্তমান যুগের একটি উদাহরণ হলো– আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদের সম্পাদনায় সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছি আমি নিজে।

অবস্থা-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো জানতে, বুঝতে, বোঝাতে, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন সেই ব্যক্তি, যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং সাথে সাথে আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান আছে।

কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান) সবচেয়ে বেশি সহায়ক হওয়ার কয়েকটি নমুনা

নমুনা-১

সুরা হাজ্জের ৪৬ নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

اَفَلَمۡ يَسِيۡرُوۡا فِى الۡاَرۡضِ فَتَكُوۡنَ لَهُمۡ قُلُوۡبٌ يَّعۡقِلُوۡنَ بِهَاۤ اَوۡ اٰذَانٌ يَّسۡمَعُوۡنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعۡمَى الۡاَبۡصَارُ وَلٰكِنۡ تَعۡمَى الۡقُلُوۡبُ الَّتِىۡ فِى الصُّدُوۡرِ.

صُدُوۡرِ শব্দটি অপরিবর্তিত রেখে আয়াতটির অনুবাদ : তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহ শোনার পর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বোঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন, যা অবস্থিত صُدُوۡرِ-এ।

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে দেখে পড়া ও কানে শুনার পর কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা বোঝার ব্যাপারে মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য আল্লাহ তা'য়ালা মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটির ঐ ব্যাখ্যাটি বর্তমান মুসলিম জাতির কাছে না থাকার কারণে কুরআনের অনেক আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা বর্তমান মুসলিম সমাজে নেই।

আয়াতটির প্রথম অংশের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা : এ অংশে বলা হয়েছে– মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর

মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে তার সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া।
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা।
- Geographic cannel দেখা
- Discovery cannel দেখা

আয়াতটির মধ্য অংশের বক্তব্য ও ব্যাখ্যা : এ অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয়– What mind does not know eye will not see. আর এটি চিকিৎসাবিজ্ঞানেরও প্রতিষ্ঠিত তথ্য।

আয়াতটির ১ম ও মধ্য অংশের সাধারণ শিক্ষা : মানব মনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে পড়া বা কানে শুনার পর তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না।

আয়াতটির ১ম ও মধ্য অংশের বিশেষ শিক্ষা : দেখে পড়া বা কানে শুনার পর কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বা ব্যাখ্যা কেউ বুঝতে পারবে না, যদি আয়াতে থাকা বিষয়টি সম্পর্কে তার মনে অবস্থিত জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকে।

আয়াতটির প্রথম ও মধ্য অংশের মহা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি বোঝা, মেনে নেওয়া এবং বোঝানোর যোগ্যতা : আয়াতটির প্রথম ও মধ্যম অংশের মহা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাগুলো একজন চিকিৎসক যত সহজে বুঝতে ও মেনে নিতে এবং অপরকে বোঝাতে পারবেন অন্য কোনো পেশার মানুষ তা পারবে না। কারণ–

- সকল চিকিৎসক, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই থেকে তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) জানে যে– দেখে পড়ে বা কানে শুনে কোনো একটি বিষয়ের সঠিক তাৎপর্য (সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা) বুঝতে হলে ব্রেইনে থাকা জ্ঞানের শক্তি Common sense-এ ঐ বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা থাকতে হবে।

- সকল চিকিৎসক প্রতিদিন রোগী দেখার সময় বাস্তবে উপলব্ধি করে যে– রোগের লক্ষণগুলো যদি আগে জানা না থাকে তবে ঐ রোগে আক্রান্ত রোগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না।

আয়াতটির শেষ অংশের (الَّتِي فِي الصُّدُورِ) **বক্তব্য ও ব্যাখ্যা :** এ অংশে মানুষের মন তথা মনে থাকা Common sense মানব শরীরের কোন স্থানে থাকে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে স্থান হলো 'সদর'।

এ অংশের প্রচলিত অর্থ ও ব্যাখ্যা : প্রায় সকল তরজমা ও তাফসীরে এ আয়াতাংশের অর্থ লেখা হয়েছে– যা (ক্বলব/মন) অবস্থিত বক্ষে (বক্ষের বাম দিকের স্তনের নিচে)।

এ অংশের প্রচলিত অর্থের ক্ষতি : আয়াতটির এ অংশের প্রচলিত অর্থ ইসলাম বিরোধী চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের কুরআন নিয়ে বিদ্রুপাত্মক কথা বলার সুযোগ করে দিচ্ছে বা দেবে এবং ঈমানদার চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রদের মনে কুরআনের নির্ভুলতা সম্বন্ধে সন্দেহ সৃষ্টি করছে বা করবে (নায়ুজুবিল্লাহ)।

এ অংশের প্রচলিত অর্থটি করার কারণ : আরবী قَلْبٌ (ক্বলব) শব্দটির বহুবচন হলো قُلُوبٌ (কুলুব) এবং صَدْرٌ (ছদর) শব্দটির বহুবচন হলো صُدُورِ (ছুদুর)। কুরআন ও হাদীসে ক্বলব/কুলুব এবং ছদর/ছুদুর শব্দ চারটি বহুবার এসেছে।

প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানে (চিকিৎসাবিজ্ঞান ভিন্ন জ্ঞান) صَدْرٌ (ছদর) শব্দটির অর্থ ধরা হয়েছে 'বক্ষ'। আর قَلْبٌ (ক্বলব) শব্দটির অর্থ ধরা হয়েছে বুকের বাম দিকে অবস্থিত হার্ট (হৃৎপিণ্ড) এবং অন্তর, মন ও হৃদয়কে হার্ট (হৃৎপিণ্ড)-এর প্রতিশব্দ মনে করা হয়েছে। আর ধরে নেওয়া হয়েছে– বুকের বাম দিকে অবস্থিত হার্টে (হৃৎপিণ্ড) আছে জ্ঞান, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি। তাই সাধারণ জ্ঞানে মনের ব্যথাকে প্রকাশ করা হয় তীরবিদ্ধ হার্টের ছবির মাধ্যমে।

ছবি দেখুন–

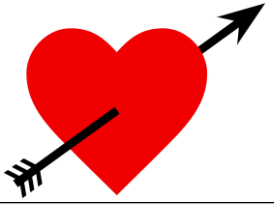

সকল অনুবাদ ও তাফসীরকারক কুরআন ও হাদীসে থাকা 'ক্বলব' শব্দটির অর্থ, শারীরিক অবস্থান, কাজ এবং প্রতিশব্দ প্রচলিত সাধারণ জ্ঞানের অনুরূপ ধরেছেন। অর্থাৎ ক্বলবের অর্থ ধরেছেন হার্ট (হৃৎপিণ্ড)। শরীরে অবস্থান ধরেছেন বুকের বাম দিকে, স্তনের দুই ইঞ্চি নিচে। কাজ ধরেছেন জ্ঞান, স্নেহ, শ্রদ্ধা, মমতা, ভালোবাসা ইত্যাদি ধারণ ও প্রয়োগ করা। আর প্রতিশব্দ ধরেছেন– অন্তর, মন বা হৃদয়। তাই যিক্‌রের মাধ্যমে 'ক্বলব' (মন) পরিষ্কার করার বিষয়টিকে বুকের বাম দিকে থাকা হার্ট (হৃৎপিণ্ড) পরিষ্কার (কলুষ মুক্ত) করা অর্থে চালু করা হয়েছে।

কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– বুকের বাম দিকে থাকা হার্টের (Heart) একমাত্র কাজ হলো রক্ত পাম্প করা। জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি Common sense, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদির সাথে হার্টের কোনো সম্পর্ক নেই।
ছবি দেখুন-

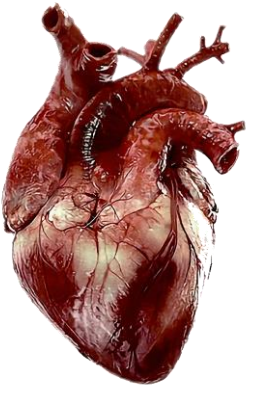

আয়াতটির এ অংশের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা : قَلْبٌ (ক্বলব) শব্দটির আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের মধ্যে দুটি হলো–

- Heart (হৃৎপিণ্ড), যা বুকের বাম দিকে থাকে।
- মন (অন্তর/Mind)।

আর صَدْرٌ (সদর) শব্দের আভিধানিক মূল ও উৎপত্তিগত অনেক অর্থের মধ্যে তিনটি হলো–

- বক্ষ

- কেন্দ্র
- অগ্র বা সম্মুখ ভাগ।

বর্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– মানব শরীরে মনের (Mind/অন্তর) অবস্থান হলো মাথায় থাকা ব্রেইনের একটি সুনির্দিষ্ট স্থানে। চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুযায়ী মানব ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)
২. মধ্য ব্রেইন (Mid brain)
৩. পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)

ছবি দেখুন–

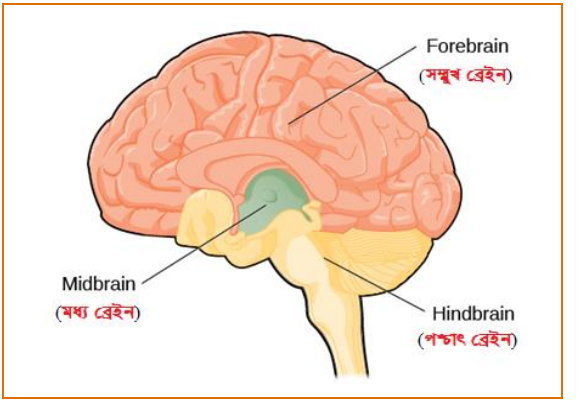

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) ডান ও বাম দুটি সমান ভাগে বিভক্ত থাকে। ছবি দেখুন–

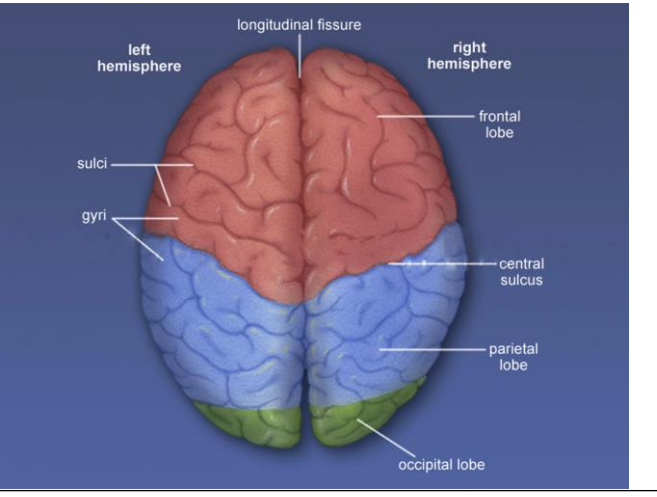

সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain) আবার চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত থাকে। ঐ বিভাগ চারটির নাম হলো–

- Frontal lobe
- Parietal lobe
- Temporal lobe
- Occipital lobe

ছবি দেখুন–

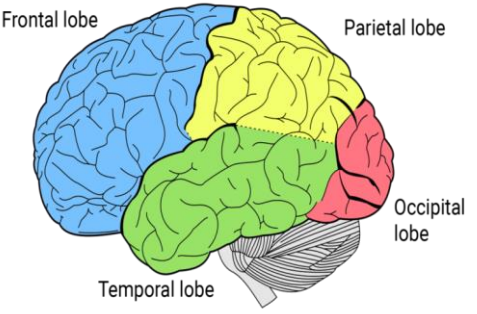

মানব মনের সুনির্দিষ্ট অবস্থান হলো– সম্মুখ ব্রেইনের অগ্রভাগ (Frontal lobe ও Temporal lobe)। আর ঐ মনে থাকে– জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের শক্তি Common sense, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব এবং স্নেহ, মমতা, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি।

ছবি দেখুন–

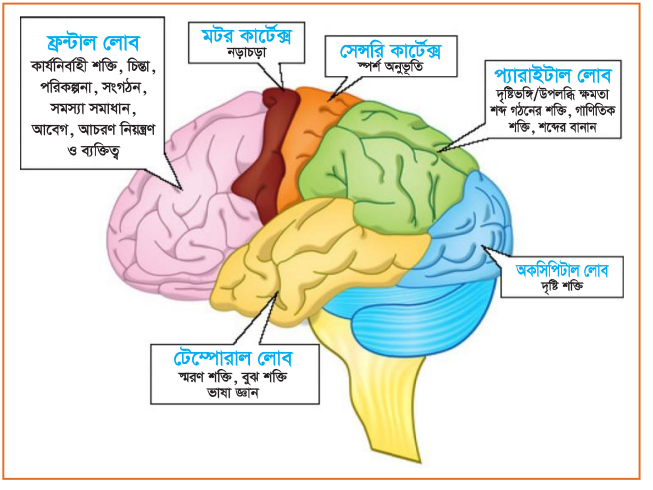

তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত উদাহরণের (জ্ঞান) আলোকে আলোচ্য আয়াতটির শেষ অংশের ব্যাখ্যামূলক অর্থ হবে– যা (মন বা মনে থাকা Common sense) অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে। আর পুরো আয়াতাংশের ব্যাখ্যামূলক অর্থ হবে– প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন বা মনে থাকা Common sense, যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে।

আয়াতটির শেষ অংশটি (الَّتِي فِي الصُّدُورِ) বোঝা, মেনে নেওয়া এবং বোঝানোর যোগ্যতা : একজন চিকিৎসক আয়াতটির এ অংশটি যত সহজে বুঝতে ও মেনে নিতে পারবে অন্য কোনো পেশার মানুষ তা পারবে না। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ দিয়ে এ তথ্যটি সাধারণ মানুষকে যত সহজে বোঝানো যাবে অন্য কোনো উদাহরণ দিয়ে তা যাবে না।

তাই পুরো ৪৬ নং আয়াতের প্রকৃত অর্থ ও ব্যাখ্যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ যত সহজে বুঝতে, মেনে নিতে ও বোঝাতে পারবে অন্য কোনো পেশার মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

নমুনা-২

সুরা আলাকের ২নং আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ.

যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ২)

প্রায় সব অনুবাদ ও তাফসীরে লেখা অনুবাদ : (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে।

আয়াতটির প্রচলিত অনুবাদের পর্যালোচনা : এ অর্থ একজন চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র দেখলে বলবে কুরআনে ভুল লেখা আছে (নায়ুজুবিল্লাহ)। কারণ, জমাট বাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করা হয়নি। মানুষ সৃষ্টি করা হয়েছে পুরুষের শুক্রকীট (Sperm) এবং মেয়েদের ডিম্বের (Ouvm) মিলন থেকে।

আয়াতটির ব্যাখ্যামূলক প্রকৃত অনুবাদ : 'আলাক'-এর দুটি প্রধান অর্থ হলো–

- জমাট বাঁধা রক্ত
- কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু।

‘আলাক’-এর অর্থ ঝুলে থাকা বস্তু নিলে আয়াতটির ব্যাখ্যামূলক অর্থ হয়– (যিনি) সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ তথা এমন জিনিস থেকে যা মায়ের পেটে প্রথম দিকে ঝুলে থাকা বস্তুর মতো দেখা যায়। ছবি দেখুন–

আলাকা

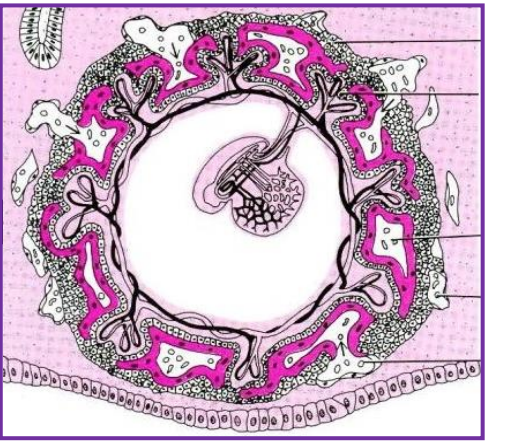

তাই এ তথ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাথে সংগতিশীল হয়। আর আয়াতটির এ অনুবাদ দেখলে চিকিৎসক বা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র বলবে– কুরআন মহান আল্লাহর লেখা। কারণ, ১৫০০ বছর আগে মানুষ জানতো না যে ভ্রূণ প্রথম দিকে মায়ের জরায়ুর দেয়াল থেকে ঝুলে থাকে। এটি মানুষ জানতে পেরেছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফী, মাইক্রোসকোপ ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর। এ যন্ত্রসমূহ আবিষ্কারের তারিখ–

- মাইক্রোসকোপ- ১৫৯০ খ্রি.
- আল্টাসোনোগ্রাফি- ১৯৭২ খ্রি.
- সিটি স্ক্যান- ১৯৭৭ খ্রি.
- এম আর আই- ১৯৭৭ খ্রি.

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ (জ্ঞান) মাথায় না থাকলে এ আয়াতটির সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা নিজে বোঝা এবং মানুষকে বোঝানো সম্ভব নয়।

নমুনা-৩

সুরা আশ্-শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা

وَنَفۡسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۙ﴿﴾ . فَاَلۡهَمَهَا فُجُوۡرَهَا وَتَقۡوٰىهَا ۙ﴿﴾ .

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায়।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৭ ও ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির সঠিক ব্যাখ্যা সহজে বোঝা যায় এভাবে– মানব শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) জিনিস ঢুকতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর (ভুল) জিনিস (রোগ সৃষ্টিকারী বিষয়) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological Szstem) নামের এক অপূর্ব ব্যবস্থা (দারোয়ান) আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা মহাকল্যাণকর এ জিনিসটি দিয়েছেন। এ দারোয়ান না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগাক্রান্ত হয়ে বিছানায় থাকতে হতো। মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য ঢুকতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য একটি ব্যবস্থা (দারোয়ান) থাকাও খুব দরাকার। কারণ, জ্ঞানে ভুল থাকলে কাজেও ভুল হবে এবং মানুষ চরম অশান্তিতে থাকবে।

প্রথম দারোয়ানটি মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায় দ্বিতীয় দারোয়ানটিও সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। ঐ দ্বিতীয় দারোয়ান দেওয়ার বিষয়টিই মহান আল্লাহ ৮ নং আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

তাই ৮ নং আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা বা শিক্ষা হলো– মহান আল্লাহ মানুষের মনে (Mind), Common sense (বোধশক্তি, বিবেক, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান) নামের জ্ঞানের এক মহাকল্যাণকর শক্তি (দারোয়ান) 'ইলহাম' নামক অতিপ্রাকৃতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জন্মগতভাবে সকল মানুষকে দিয়েছেন।

Common sense-এর বিভিন্ন দিক (উৎকর্ষিত হওয়া, অবদমিত হওয়া, গুরুত্ব ইত্যাদি) নিয়ে আল কুরআনে অনেক আয়াত আছে। Common sense-এর ঐ দিকগুলোর সাথে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকের অপূর্ব মিল আছে।

তাই আলোচ্য ৮ নং আয়াতটিসহ ঐ সকল আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা, মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার (Immunological Szstem) বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারাই সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের এ জ্ঞান আছে। তাই একজন চিকিৎসক Common sense সম্পর্কিত যত আয়াত কুরআনে আছে তা যত সহজে বুঝতে, বোঝাতে ও মেনে নিতে পারবে অন্য কোনো পেশার মানুষ তা পারবে না।

নমুনা-৪

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা ধারণকারী আয়াত ব্যাখ্যা করা বা বোঝা : জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। এ তিনটি উৎসের মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য হলো–

১. কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।

২. সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি মূল নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।

৩. Common sense: জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান

এ তিনটি উৎস তথা সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের অপূর্ব এক প্রবাহচিত্র/নীতিমালা সুরা নিসার ৫৯ নং, সুরা নূরের ১৫-১৭ নং, সুরা হাজ্জের ৪৬ নং ও অন্যান্য আয়াত এবং সুন্নাহে আছে। প্রবাহচিত্র/নীতিমালাটি হলো–

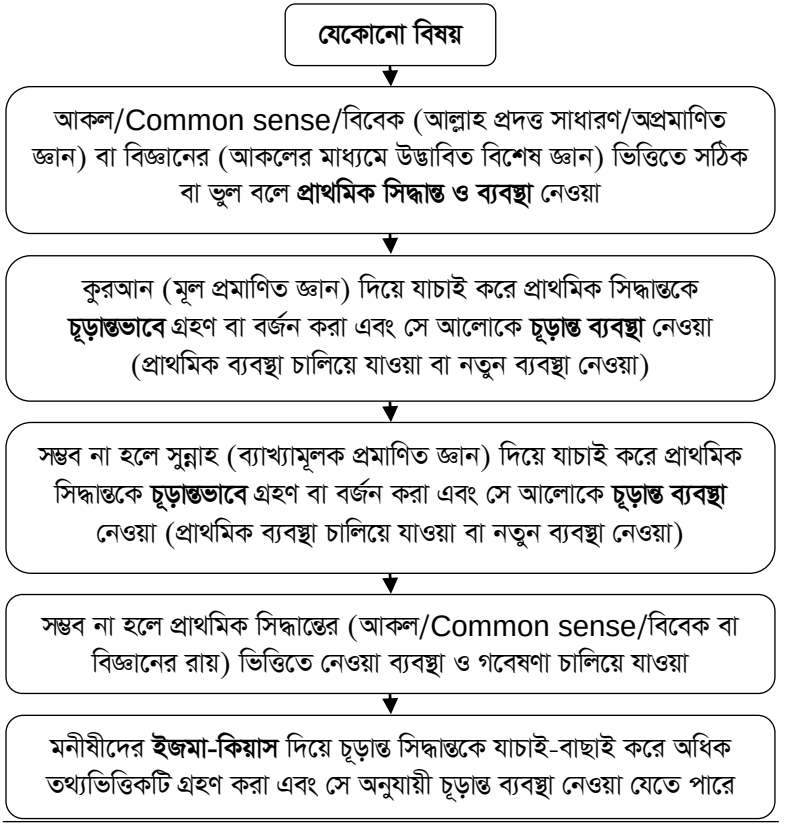

কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে ঐ অপূর্ব নীতিমালটি বের করা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তির জন্য যত সহজ অন্য পেশার লোকদের জন্য তা নয়। কারণ, চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নির্ণয়কে (Diagnosis) নির্ভুল করার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধারণ ও প্রমাণিত জ্ঞান যে নীতিমালা অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় তা হলো–

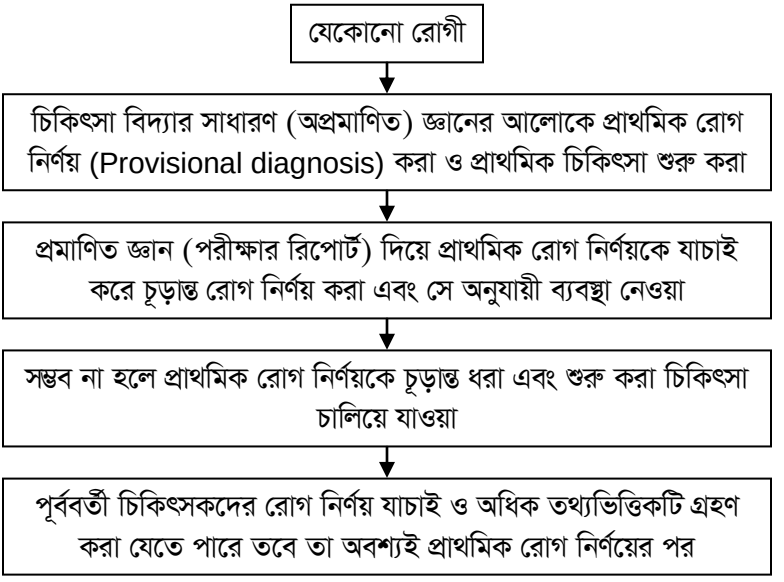

রোগ নির্ণয়ের এ নীতিমালাটি সকল চিকিৎসক প্রতিদিন অনেকবার বাস্তবে ব্যবহার করে। সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত জ্ঞান ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের এ নীতিমালাটি অন্য উদাহরণের আলোকে বোঝা গেলেও 'পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই প্রাথমিক রোগ নির্ণয় করার পর' এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটির শিক্ষা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। এ তথ্যটির শিক্ষা হলো– আগের মনীষীদের মতামত (ইজমা/কিয়াস) দেখা যাবে তবে তা নিজে চূড়ান্ত (চিকিৎসা বিদ্যার বেলায় প্রাথমিক) সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর। এ নীতি না মানার ক্ষতি–

১. পূর্ববর্তীরা যদি কোনো ভুল করে থাকে সে ভুল বর্তমান ব্যক্তিও করবে।
২. বর্তমান ব্যক্তির বিশ্লেষণ/সিদ্ধান্তে পৌঁছার ক্ষমতা উৎকর্ষিত হবে না।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে।

নমুনা-৫

'আকিমুস্ সালাত'-কথাটি ব্যাখ্যা করা তথা বোঝা এবং বোঝানো

আল কুরআনে 'সালাত' শব্দটি সর্বমোট এসেছে ১০২ (একশত দুই) বার। এর মধ্যে مصلى/صلوات/الصلاة ধরনের রূপে এসেছে ৫৫ (পঞ্চান্ন) বার। اقامة الصلاة তথা সালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তথ্য আকারে এসেছে ২৯ (উনত্রিশ) বার। আর اقيموا الصلاة তথা সালাত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি আদেশ আকারে এসেছে ১৮ (আঠারো) বার। 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটি দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা যা বোঝাতে চেয়েছেন রসুল স. সেটি সঠিকভাবে সাহাবীগণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বোঝা যায় সাহাবীগণের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অবস্থা দেখলে। পরবর্তীতে মুসলিমরা 'সালাত কায়েম করা' কথাটির সঠিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে।

সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যা : 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রচলিত ব্যাখ্যা হলো– সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এ ব্যাখ্যা বর্তমান কালের প্রায় শতভাগ মুসলিম জানে ও মানে।

সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : যদি মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যা নিম্নের দুটির কোনটি হবে–

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

পৃথিবীর সকল বিবেকবান (Common sense-ধারী) মানুষ উত্তর দেবে দ্বিতীয়টি।

এবার যদি মানুষকে বলা হয় ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির ব্যাখ্যা নিম্নের দুটির কোনটি হবে–

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

পৃথিবীর সকল বিবেকবান (Common sense-ধারী) মানুষ উত্তর দেবে দ্বিতীয়টি।

অন্য বিষয়ের উদাহরণের ভিত্তিতেও 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির প্রকৃত অর্থ বোঝা যায়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে এটি সবচেয়ে সহজে বোঝা ও বোঝানো যায়।

সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যার বিষয়ে এ কথাটিই কুরআন ও হাদীসে আছে। কিন্তু বর্তমান মুসলিম জাতি কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার বিষয়ে কুরআনের জানানো ২টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খেয়ালে রাখেনি বলে সালাত প্রতিষ্ঠা করা কথাটির ব্যাখ্যার বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্য তাদের চোখে ধরা পড়েনি। তথ্য দুটি হলো–

১. উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)
২. প্রকৃত পক্ষে চোখ অন্ধ নয়, অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) অগ্রভাগে (সুরা আল হাজ্জ : ৪৬)

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) নামক বইটিতে।

নমুনা-৬

ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়া সাওয়াব না গুনাহ

প্রচলিত শিক্ষা : ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া (না বুঝে) কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী। আর কুরআন বুঝে পড়লে প্রতি অক্ষরে আরও বেশি নেকী।

প্রকৃত শিক্ষা : যদি মানুষকে বলা হয় নিম্নের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সঠিক উত্তর কোনটি বলুন– অর্থছাড়া ইংরেজীতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রোগীদের কাছ থেকে–

১. সম্মান ও পারিশ্রমিক মিলবে।
২. কঠিন শাস্তি পেতে হবে।
৩. বলা কঠিন।

সকলেই উত্তর দেবে ২ নং টি। কারণ, অর্থ ছাড়া ইংরেজীতে লেখা চিকিৎসাবিজ্ঞানের বই পড়ে চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করলে রোগীর ব্যাপক ক্ষতি হবে বা রোগী মারা যাবে। ফলে রোগীর লোকেরা ঐ চিকিৎসককে কঠিন শাস্তি দেবে। এমনকি মেরেও ফেলতে পারে।

এবার যদি মানুষকে বলা হয় ওপরের উদাহরণের ভিত্তিতে নিম্নের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি বলুন– অর্থ না বুঝে আরবীতে লেখা কুরআন পড়ে ইসলাম প্রাকটিস করলে আল্লাহর কাছ থেকে–

১. প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী মিলবে।
২. কঠিন শাস্তি পেতে হবে।
৩. বলা কঠিন।

সকল বিবেকবান (Common sense-ধারী) মুসলিম উত্তর দেবে দ্বিতীয়টি।

অন্য বিষয়ের উদাহরণের ভিত্তিতেও বিষয়টি বোঝা বা বোঝানো যায়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে এটি সবচেয়ে সহজে বোঝা ও বোঝানো যায়।

নমুনা-৭

সুরা আল বাকারার ২১৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا .....

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো– এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি, উপকারিতার চেয়ে। ... ...

(সুরা আল বাকারা/২ : ২১৯)

ব্যাখ্যা : এটি হলো মদ হারাম করার প্রথম আয়াত। আয়াতটিতে মহান আল্লাহ মদ খাওয়া থেকে দূরে সরানোর জন্য মদের অপকারিতা ও উপকারিতা বর্ণনা করে মানুষকে মানসিকভাবে তৈরি করতে চেয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার সবচেয়ে বড়ো উপায় হবে মদ খেলে কী কী রোগ হয় এবং মদ কোন রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহার হয় তা মানুষকে যদি বলা যায়।

তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ।

মদ খেলে যে সকল রোগ হয়– লিভার সিরোসিস, অগ্নাশয়ে প্রদাহ, আলসার, ক্যানসার, ইত্যাদি।

মদ যে রোগের ঔষধ– গর্ভাবস্থায় অরুচি রোগ।

নমুনা-৮

সুরা বনী-ইসরাইলের ৩২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا.

আর ব্যভিচারের ধারে কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট পথ।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৩২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতের মাধ্যমে অবৈধ যৌনমিলনকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং কেন তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেটি বলে দেওয়া হয়েছে। এ আয়াতের আলোকে অবৈধ যৌনমিলন থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টাটি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রসু হবে, যদি অবৈধ যৌনমিলনে কী কী কঠিন রোগ হয় তা মানুষকে জানানো যায়। তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

অবৈধ যৌনমিলন Hepatitis B, C, D; AIDS, Szphilis, Gonorroea ও অন্যান্য STD রোগ হওয়া এবং বিস্তারের কারণ।

নমুনা-৯

সুরা আল মায়িদার ৬ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

..... مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

... ... (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার আদেশ দেওয়ার মাধ্যম) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা শোকর আদায় করো।

(সুরা আল মায়িদা/৫ : ৬)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে বলা হয়েছে সালাতের আগে ওজু-গোসল তথা শরীর পাক (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন), কাপড় পাক (পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) ও জায়গা

পাক (পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন) করার আদেশ দেওয়ার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া নয়। এ আদেশের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দেওয়া এবং এর মাধ্যমে মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ তথা কল্যাণ কামনাকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া।

সালাতের আগে শরীর পাক, কাপড় পাক ও জায়গা পাক করার আদেশটি পালন করতে মানুষ বেশি আকৃষ্ট হবে যদি শরীর, পোশাক এবং পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে মানুষ কী কী রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে তা জানিয়ে দেওয়া যায়।

তাই এ আয়াতের ব্যাখ্যা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১০

সুরা আল মু'মিনুনের ১২, ১৩ ও ১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ . ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ . ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ...

('আলাক' ও 'মুদগাহ' অপরিবর্তিত রেখে) : আর নিশ্চয় আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি মাটির মৌলিক উপাদান থেকে। অতপর আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) তা **ফোঁটার** আকৃতিরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু)। পরে আমরা (অতাৎক্ষণিকভাবে) ফোঁটাকে পরিণত করি **'আলাকে'-তে,**। অতঃপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) আলাকাকে পরিণত করি তাকে **'মুদগার'-তে**। অতপর (অতাৎক্ষণিকভাবে) মুদগা থেকে **অস্থি** তৈরি করি, তারপর অস্থিকে আচ্ছাদিত করি মাংস দিয়ে।

(সুরা আল মু'মিনুন/২৩ : ১২-১৪)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তরগুলো উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর জানতে পেরেছে মাত্র কয়েক বছর আগে। আর তা জানা গিয়েছে মাইক্রোসকোপ, আল্টাসোনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এম আর আই ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার পর। এ যন্ত্রগুলো আবিষ্কারের সাল আগে উল্লেখ করা হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞান বর্তমানকালে মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কে যা জানতে পেরেছে ১৫০০ বছর আগে কুরআন সে একই কথা বলেছে। পার্থক্য হলো– বিভিন্ন স্তরে মানব ভ্রূণ যে রূপ ধারণ করে তা কুরআন এমন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছে যেন সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারে।

মানব ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর সম্পর্কে বর্তমান যুগের চিকিৎসাবিজ্ঞান যা জানতে পেরেছে, সাধারণ মানুষের বুঝতে পারার মতো শব্দ দিয়ে উপস্থাপন করলে তার চলমান চিত্রটি হয় নিম্নরূপ–

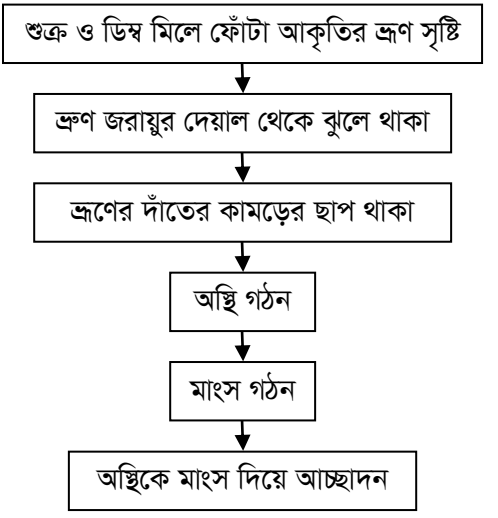

পুরুষের শুক্র ও মহিলার ডিম্ব

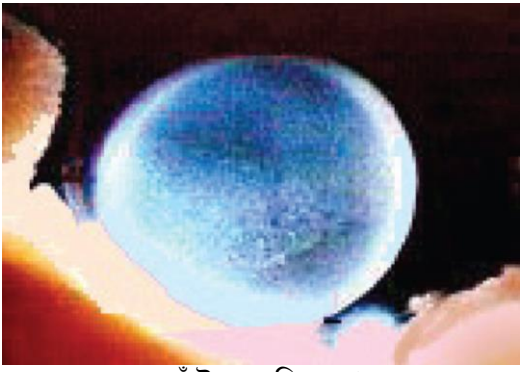

ফোঁটা আকৃতির ভ্রূণ

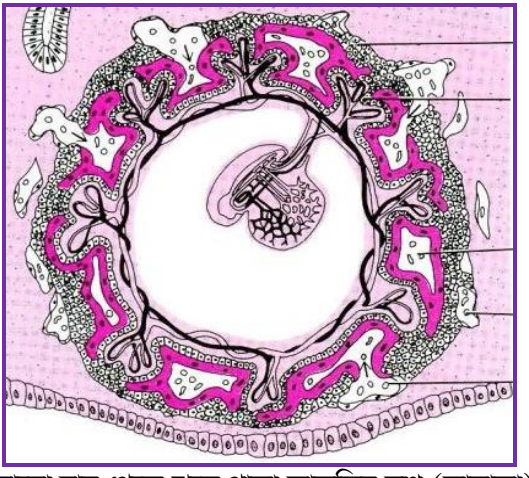

কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা আকৃতির ভ্রূণ (আলাকা)

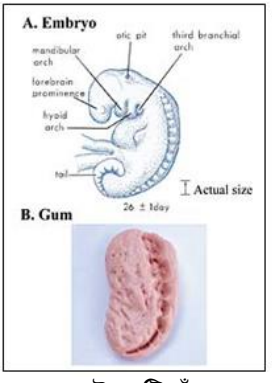

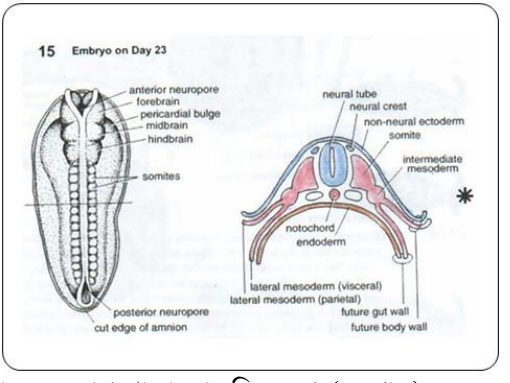

দুই পাটি দাঁতের কামড়ের ছাপ থাকা আকৃতির ভ্রূণ (মুদগাহ)

সুরা মু'মিনুনের এ আয়াতের ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১১

সুরা আন নিসার ১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً .....

হে মানুষ! তোমরা সচেতন হও তোমাদের রব সম্পর্কে। যিনি তোমাদের একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর তা থেকে তাঁর জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুই জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর-নারী।...

(সুরা আন নিসা/৪ : ১)

ব্যাখ্যা : ক্লোনিং-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা করা, বোঝা ও বোঝানো সহজ হয়ে গিয়েছে। মানুষ ক্লোনিং-এর মাধ্যমে ডলি নামের একটি ভেড়া তৈরি করেছে ২০০৬ সালে। এ জ্ঞান আসার পর আদম আ. থেকে বিবি হাওয়ার সৃষ্টি এবং পিতা ছাড়া ঈসা আ.-এর সৃষ্টি বোঝা সহজ হয়ে গিয়েছে। ভবিষ্যতে এ জ্ঞান নানা রোগের চিকিৎসায় কাজে লাগবে বলে মনে হয়।

সুরা আন নিসার এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১২

সুরা আল হাদীদের ২৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

..... وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ .....

... ... আর আমরা লোহা অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্যে বহুবিধ উপকারিতা ... ...

(সুরা আল হাদীদ/৫৭ : ২৫)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে লোহার যে দুটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো–

- প্রচণ্ড শক্তি
- নানাবিধ কল্যাণ

'লোহায় আছে প্রচণ্ড শক্তি' তথ্যটির ব্যাখ্যা : এ তথ্যটি সম্পর্কে আগেকার মানুষের ধারণা ছিল তরবারীর শক্তি। কিন্তু বর্তমান কালে এটি হলো পারমাণবিক শক্তি। ভবিষ্যতে আরও কিছু বোঝা যেতেও পারে। আয়াতটির এ দিকটি অধিক ভালো বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও বোঝাতে পারবে পদার্থ বিদ্যার জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ।

'লোহায় আছে নানাবিধ কল্যাণ' তথ্যটির ব্যাখ্যা : অতীতকালের মানুষের ধারণা ছিল, লোহার সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ হলো– ছুরি, কাচি, তরবারী, হাড়ি, পাতিল ইত্যাদির কল্যাণ। বর্তমানকালের চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো– লোহা রক্তের লোহিত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিনের একটি প্রধান উপাদান। হিমোগ্লোবিন আবিষ্কার হয়েছে ১৮৭০ সালে। লোহিত কণিকা ফুসফুসের বাতাস থেকে অক্সিজেন নিয়ে নেয়। তারপর তা বয়ে নিয়ে মানুষের শরীরের বিভিন্ন স্থানে পৌঁছে দেয়। অক্সিজেন না পেলে তিন থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মানুষ মারা যায়। তাই লোহার সবচেয়ে বড়ো কল্যাণ হলো এটা রক্তের লোহিত কণিকায় থাকা হিমোগ্লোবিনের একটি প্রধান উপাদান।

তাই সুরা আল হাদীদের 'লোহায় আছে নানাবিধ কল্যাণ' তথ্য ধারণকারী অংশের ব্যাখ্যা একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী যত সহজে বোঝতে ও বোঝাতে পারবে অন্য কেউ তা সেভাবে পারবে না।

নমুনা-১৩

সুরা আল আন'আমের ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِيْنٍ ثُمَّ قَضٰٓى اَجَلًا ؕ وَاَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ.

তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর (মৃত্যুর/জীবনের) একটি সময় নির্ধারণ করেছেন; আর (মৃত্যুর/জীবনের) একটি সুনির্দিষ্ট সময় তার কাছে নির্ধারিত রয়েছে; এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

(সুরা আল আন'আম/৬ : ২)

প্রচলিত ব্যাখ্যা : প্রায় সব তাফসীরকারক আয়াতে বলা মৃত্যুর প্রথম সময়টিকে ধরেছেন দুনিয়া থেকে মৃত্যুর মাধ্যমে চলে যাওয়ার সময়টিকে। আর আয়াতে বলা মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়টিকে ধরেছেন কিয়ামত। কিন্তু এ অর্থ যথাযথ নয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকলে এ আয়াতের সঠিক অর্থ করা, বোঝা ও বোঝানো সম্ভব নয়।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে উল্লিখিত মৃত্যুর শেষের সময়টিকে বলা হয়েছে– সুনির্দিষ্ট সময়। তাই আয়াতটিতে প্রথমে উল্লেখ করা মৃত্যুর সময়টি হবে অনির্দিষ্ট সময়। মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময় হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়ম (Aging process) অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া সময়। ঐ সময়ে পৌঁছালে কোনো রোগ-ব্যধি ছাড়াই মানুষের মৃত্যু হবে। এ সময়টি কখন তা শুধু মহান আল্লাহই জানেন। কিন্তু মানুষ সাধারণত ঐ সময়ে পৌঁছাতে পারে না। রোগ-ব্যধিতে তার আগেই মারা যায়। মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট সময়ের আগে অসংখ্য স্থানে মানুষ মৃত্যুবরণ করতে পারে, আবার নাও পারে। এটি নির্ভর করে রোগ এবং চিকিৎসার ওপর। তাই মৃত্যুর এ সময়টি হলো অনির্দিষ্ট সময়।

আর তাই এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যামূলক অর্থ হবে– তিনিই তোমাদের মাটি থেকে (মাটির মৌলিক উপাদান থেকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (মৃত্যুর) একটি (অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারণ করেছেন; আর (মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় (বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট করা সময়) তার কাছে নির্ধারিত রয়েছে; এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

এ আয়াতের ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১৪

সুরা আস্ সাফ ২ ও ৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যা বোঝা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ .

হে যারা ঈমান এনেছ! কেন তোমরা তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) করো না? আল্লাহর কাছে এটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী একটি বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা বলো যা (বাস্তবে) করবে না। (সুরা আস্ সাফ/৬১ : ২ ও ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির বক্তব্য বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের বিশ্বাস দৃঢ় করা বা আয়াত দুটির ওপর মানুষ আমল করতে আরও উৎসাহিত হবে, যদি আল্লাহর কথা ও কাজের মধ্যে কী পরিমাণ মিল আছে তা মানুষকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। এটি দেখানোর একটি উপায়–

.....وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا . اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ.....

... ... আর তোমরা অপব্যয়/অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী/অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।

(সুরা বনী-ইসরাইল/১৭ : ২৬, ২৭)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে অপচয় করা নিষেধ কথাটি বলেই শুধু ক্ষান্ত থাকেননি। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য অপচয় করা ব্যক্তিকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যা দিয়েছেন। এটি আল্লাহর তা'য়ালার কথা বা বক্তব্য। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেও যে অপচয় করেন না তা তিনি মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

চর্বি জাতীয় খাবার হজম হওয়ার জন্য পিত্তরস লাগে। দিন-রাতের ২৪ ঘণ্টা ধরে লিভার পিত্তরস তৈরি করে। পেট যখন খালি থাকে তখন যে পিত্তরস তৈরি হয় তা যদি খাদ্য নালিতে (Intestine) চলে যায় তবে তা অপচয় হবে। কারণ, হজম করার মতো কোনো খাবার তখন খাদ্য নালিতে থাকে না। এ অপচয় রোধ করার জন্য মহান আল্লাহ তৈরি করেছেন পিত্তথলি এবং পিত্ত নালির শেষ দিকে একটি গেইট (Sphincter)। পেট যখন খালি থাকে তখন পিত্তনালির শেষ দিকে থাকা গেইটটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ঐ সময় যে পিত্তরস লিভার তৈরি করে তা খাদ্য নালিতে যেতে পারে না। ঐ পিত্তরস তখন পিত্তথলিতে জমা হয়। পেটে খাবার আসলে খাদ্যনালি খাবার আসার খবরটি হরমোনের মাধ্যমে পিত্তথলিকে জানিয়ে দেয়। পিত্তথলি তখন সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে তাতে জমা হওয়া পিত্তরস পিত্তনালির মাধ্যমে খাদ্যনালিতে পৌঁছে দেয়। অন্যদিকে খাদ্যনালিতে খাবার আসলে পিত্ত নালির শেষ দিকে গেইটটি খুলে যায়। ছবি দেখুন–

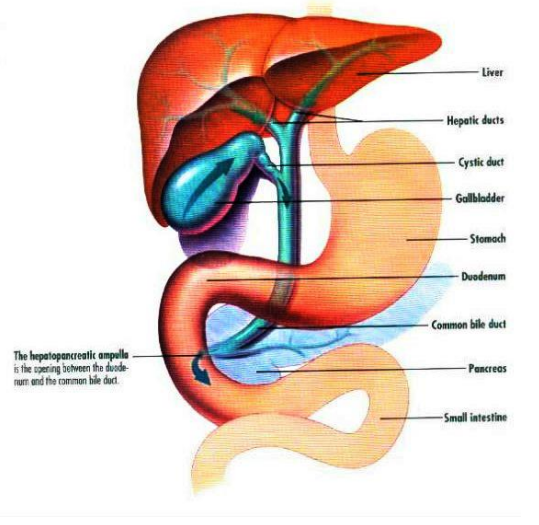

তাই সুরা সাফ এর ২ ও ৩ নং আয়াত দুটির ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১৫

কুরআনের কতটুকু অংশের জ্ঞানার্জন করতে হবে বিষয়টি বোঝা

..... اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ.

তাহলে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশের ওপর ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) আনছ এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করছ? অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা এ ধরনের কাজ করে তাদের প্রতিদান দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই হবে না। আর কিয়ামতের দিন তাদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তিতে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ উদাসীন (গুরুত্ব কম দেওয়া সত্তা) নন। (সুরা আল বাকারা/২: ৮৫)

ব্যাখ্যা : ঈমান হলো জ্ঞান+বিশ্বাস। তাই এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায়– একজন মু'মিনকে পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে হবে এবং পুরো কুরআন বিশ্বাস করতে হবে। পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণের মাধ্যমে মানুষ যত সহজে বুঝবে অন্য উদাহরণের মাধ্যমে তা বুঝবে না। উদাহরণটি হবে এরূপ–

মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, একজন চিকিৎসকের চেম্বারে লেখা আছে– 'আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরোটা পড়িনি তথা জানি না'। ঐ চিকিৎকের চিকিৎসা নিতে রোগী আসার বিষয়ে কোনটি সঠিক–

১. প্রচুর রোগী আসবে।
২. কোনো রোগী আসবে না।
৩. বলা কঠিন।

সকল মানুষ একবাক্যে উত্তর দেবে ২ নং টি। আর এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সকলে বলবে– ঐ চিকিৎসক সঠিকভাবে চিকিৎসা করতে পারবে না। তাই রোগীর ক্ষতি হবে। এ উদাহরণের আলোকে তাই মানুষকে সহজে বোঝানো যাবে যে– আল্লাহ তা'য়ালার পুরো কুরআনের জ্ঞানার্জন করতে বলার কারণ হলো পুরো কুরআনের জ্ঞান না থাকলে মানুষ ইসলাম সঠিকভাবে পালন করতে পারবে না। এতে মানুষের বা মানব সমাজের ক্ষতি হবে। কারণ, ইসলামের তথ্য পুরো কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই যে মুসলিম পুরো কুরআন পড়েনি সে তার না পড়া অংশে ইসলামের যে মৌলিক তথ্যটি বা তথ্যগুলো আছে তা পালন করতে ব্যর্থ হবে। আর কোনো বিষয়ে একটি মৌলিক ভুল বা অসম্পূর্ণতা থাকলে বিষয়টি আংশিক নয় শতভাগ ব্যর্থ হয়।

তাই এ আয়াতটির ব্যাখ্যাও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১৬

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীর সংজ্ঞা বোঝা

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ বিষয়টির ওপর নির্ভর করে কুরআন অনুসরণ করে সফল হতে পারা না পারা তথা কল্যাণ পাওয়া বা না পাওয়ার বিষয়টি। কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজে এ বিষয়ের ধারণা এবং বাস্তব অবস্থা সঠিক অবস্থা থেকে বহু দূরে।

যেকোনো গ্রন্থ বা বিষয়ের জ্ঞানের দিক থেকে মানুষ নিম্নোক্ত তিনভাগে বিভক্ত থাকে–

১. সাধারণ জ্ঞানী।
২. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী।
৩. জ্ঞানী নয়।

সাধারণ জ্ঞানী

সাধারণ জ্ঞানী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যে ঐ গ্রন্থের সকল মূল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান রাখে। যেকোনো গ্রন্থ বা বিষয় পালন বা অনুসরণ করে সফল হওয়ার জন্য ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক। কারণ, কোনো বিষয় অনুসরণ করার সময় যদি মৌলিক একটি দিকে ভুল হয় বা পালন করা না হয় তবে বিষয়টি আংশিক নয় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়।

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলা হয় সেই ব্যক্তিকে যার গ্রন্থ বা বিষয়টির সকল দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে এবং এক বা একাধিক দিকের বিস্তারিত জ্ঞান থাকে। যেকোনো গ্রন্থ বা বিষয় পালন বা অনুসরণ করে সফল হওয়ার জন্য ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না থাকলে ঐ গ্রন্থ বা বিষয়ের পুরো কল্যাণ মানুষ পাবে না। আর একটি গ্রন্থ বা বিষয়ের সকল দিকের বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞানার্জন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বিশেষ করে গ্রন্থ বা বিষয়টি যদি ব্যাপক হয়।

জ্ঞানী নয়

জ্ঞানী নয় ধরা হয় সেই ব্যক্তিকে যার ঐ গ্রন্থের কোনো একটি মূল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে। কারণ, সে নিজে গ্রন্থ বা বিষয়টি অনুসরণ করে কল্যাণ পাবে না। আর ঐ বিষয়টি প্রাকটিস করলে তার মাধ্যমে অন্য মানুষের ক্ষতি হবে।

বিষয়টি চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে সবচেয়ে সহজে বোঝা যায়। আর সুরা আল বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– **সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা।** চিকিৎসা বিদ্যায় বিভিন্ন মূল বিষয় আছে। যেমন– মেডিসিন, সার্জারি, গাইনী, চক্ষণ, চর্ম, নিউরো, অর্থোপেডিক, এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি ইত্যাদি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী

চিকিৎসাবিজ্ঞানে MBBS পাশ করা একজন ছাত্রকে সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক (General Physician) বলা হয়। MBBS পর্যায় পর্যন্ত একজন ছাত্রকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল মূল দিকের মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে হয়। লিখিত, মৌখিক ও প্রাকটিকাল পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে একজন ছাত্রকে MBBS পাশ করানো হয়। আর চিকিৎসা বিদ্যায় সাধারণ প্র্যাকটিস (General Practice) করতে হলে MBBS ডিগ্রি থাকা বাধ্যতামূলক।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

MBBS পাশ করা কোনো চিকিৎসক যদি বিশেষজ্ঞ (Specialist) জ্ঞানী চিকিৎসক হতে চায় তবে তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো একটি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা নিতে হয় এবং MBBS পর্যায়ের চেয়ে আরও কঠিন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করতে হলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পুরো কল্যাণ পেতে হলে কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী চিকিৎসক সমাজে অবশ্যই থাকতে হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞানী নয়

যে ছাত্রের চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোনো একটি মূল দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব থাকে তাকে MBBS পরীক্ষায় পাশ করানো হয় না। অর্থাৎ তাকে চিকিৎসক বলে গণ্য করা হয় না। কারণ, সে চিকিৎসা করলে রোগ নিরাময় না হয়ে রোগ বৃদ্ধি পাবে।

আল-কুরআনে উল্লেখ আছে, মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালিত করে পরকালে মুক্তির জন্য যত বিষয় দরকার তার সবগুলোর মূল (প্রথম স্তরের মৌলিক) তথ্যসমূহ। অর্থাৎ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, উপাসনা, সমাজ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান, সমর বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, পারলৌকিকসহ ইত্যাদি বিষয়ের মূল (প্রথম স্তরের

মৌলিক) তথ্যসমূহ। তাই চিকিৎসাবিজ্ঞানের উল্লিখিত উদাহরণের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ও জ্ঞানী না হওয়ার বিষয়টি নির্ধারিত হবে নিম্নোক্তভাবে–

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বলে গণ্য হবেন সে ব্যক্তি, যিনি পুরো কুরআন অধ্যয়ন করে সেখানে মানবজীবনের মূল দিকগুলো সম্বন্ধে যা বলা আছে তা জেনেছে। এরপর অন্য গ্রন্থ পড়ে কুরআনে উল্লেখ থাকা মানবজীবনের প্রতিটি মূল দিকের মৌলিক জ্ঞানার্জন করেছে। সে গ্রন্থসমূহ হবে হাদীস, ফিকাহ, বিজ্ঞান (সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান) ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি।

আল কুরআনের উল্লিখিত ধরনের জ্ঞান না রাখা ব্যক্তিকে যদি কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি (সাধারণ জ্ঞানী আলিম) বলা হয় এবং সে যদি ইসলাম প্রাকটিস করে তবে তার নিজের এবং মুসলিম সমাজের ক্ষতি হবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ অনুযায়ী সকল মুসলিম তথা যারা ইসলাম প্রাকটিস করে সফল হতে চায় তাদের সকলের কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়া বাধ্যতামূলক (ফরজে আইন)।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পৃথিবীর সকল বড়ো ভাষায় কুরআনের অনুবাদ আছে। তাই বর্তমানে কুরআনে থাকা সকল বিষয় জানার সহজ উপায় হলো মাতৃভাষায় লেখা কুরআনের অনুবাদ পড়া।

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী

কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বলে গণ্য হবেন কুরআনের সেই সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি কুরআনে উল্লিখিত জীবনের কোনো একটি মূল দিকে উচ্চতর পড়াশুনা করে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞানার্জন করেছেন। সে দিক হতে পারে– হাদীস, ফিকাহ, সাধারণ বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, মহাকাশ বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান ইত্যাদি।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ অনুযায়ী কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী হওয়া সকল মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে কুরআনের পুরো কল্যাণ পেতে হলে কুরআনের কিছু বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী ব্যক্তি মুসলিম সমাজে অবশ্যই থাকতে হবে।

কুরআনের জ্ঞানী নয়

চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ অনুযায়ী যে ব্যক্তির কুরআনে উল্লিখিত কোনো একটি মূল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে তিনি কুরআনের জ্ঞানী বলে গণ্য হবেন না। এ ধরনের ব্যক্তি কুরআন তথা ইসলাম প্রাকটিস করলে নিজে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং অপরের ক্ষতি করবে।

কুরআনের জ্ঞানীর শ্রেণিবিভাগের বিষয়টিও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণ।

নমুনা-১৭

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হয়ে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করায় শাস্তি পাওয়া বা না পাওয়া এবং তার কারণ বোঝা

এ বিষয়টিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে যত সহজে বোঝা যায় অন্য কোনো উদাহরণের আলোকে তা ততটা বোঝা যায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী (MBBS পাশ) না হয়ে কেউ যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করে তবে মৌলিক ভুল হওয়ার কারণে তার অনেক রোগী মারা যাবে। ফলে রোগীর লোকেরা এসে তাকে কঠিন শাস্তি দেবে। অর্থাৎ ব্যক্তির নিজের ও সমাজের ক্ষতি হবে।

আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হয়ে কোনো সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রাকটিস করে তবে অনেক রোগীকে সে ভালো করতে পারবে। কিন্তু সকল রোগীকে সে যথাযথভাবে সারিয়ে তুলতে পারবে না। তবে মৌলিক ভুল না হওয়ায় কোনো রোগী তার হাতে মারা যাবে না। তাই তার মাধ্যমে সমাজের পুরোপুরি না হলেও অনেক কল্যাণ হবে। আর এ জন্য সে শাস্তি নয়, পুরস্কার পাবে। তবে সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কিছু কম হবে।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ উদাহরণের আলোকে সহজে বলা যায়– কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী না হয়ে কেউ যদি ইসলাম প্রাকটিস করে তবে সে নিজের ও সমাজের ক্ষতি করবে। তাই তাকে শাস্তি পেতে হবে। আর কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হয়েও কেউ যদি ইসলাম প্রাকটিস করে তবে সে সমাজে অনেক কল্যাণ করতে পারবে। কিছু বিষয়ে সে সমাজের যথাযথভাবে উপকার করতে পারবে না। তবে মৌলিক ভুল (কবীরা গুনাহ) না হওয়ায় সমাজের তেমন কোনো ক্ষতি তার মাধ্যমে হবে না। আর এ জন্য সে শাস্তি নয়, পুরস্কার পাবে। তবে সে পুরস্কার পরিপূর্ণ পুরস্কারের চেয়ে কিছু কম হবে।

এখানে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি সকলের জানা দরকার তা হলো– কোনো আমল পালনের ব্যাপারে কেউ নিষ্ঠার সঙ্গে চেষ্টা করেছিল কি না এটা পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে। সে কতোটা সফল হয়েছিল সেটা নয়। এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে নবী-রসুলগণের আ. জীবন। নবী-রসুলগণকে আ. আল্লাহ দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়ায় বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যতদূর জানা যায়, অল্প কয়েকজনই মাত্র ঐ কাজে সফল হয়েছিলেন। তাহলে কি বাকি সবাই জাহান্নামে যাবেন? না, তা অবশ্যই না। কারণ, তাঁরা সে কাজে সফল হওয়ার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন।

তাই একজন মু'মিন কুরআনের প্রকৃত সাধারণ জ্ঞানী হতে পেরেছিল কি না, সেটি পরকালে আল্লাহর বিচার্য বিষয় হবে না। আল্লাহ দেখবেন ব্যক্তিটি কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হওয়ার চেষ্টা করেছিল কি না। যারা এ চেষ্টা করবে না তাদের অবশ্যই মৃত্যুর পর কঠিন জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। যাদের লেখাপড়া করার সুযোগই হয়নি তাদের ব্যাপারে আল্লাহর নমনীয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু যারা শিক্ষিত তাদের এ বিষয়ে কোনো ছাড় যে আল্লাহ দেবেন না, এটি নিশ্চিত করেই বলা যায়।

কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী না হয়ে ইসলাম পালন (প্রাকটিস) করায় শান্তি পাওয়া বা না পাওয়ার বিষয়টিও সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে ও বোঝাতে পারবে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিগণ।

শেষ কথা

সুধী পাঠক, পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো জানার পর আশা করি আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন যে– আল্লাহর নির্ধারণ করা বিধান বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী যাদের অন্তরে তালা পড়ে যায়নি তাদের জন্য বোঝা ও মেনে নেওয়া মোটেই কঠিন হবে না যে–

১. অনুবাদ আসার পর কুরআনের সরল অর্থ জানার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের গুরুত্ব অনেক কমে গিয়েছে।

২. কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম। সে উদাহরণ হবে Common sense, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা ও কাহিনি ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির উদাহরণ।

৩. উদাহরণের মধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উদাহরণ হবে সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

৪. কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝার জন্য আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের তেমন গুরুত্ব নেই।

আলোচ্য বিষয়ে মুসলিম উম্মাহর বর্তমান জ্ঞান ও আমল প্রকৃত সত্য থেকে বহু দূরে– এ কথা, Common sense এবং মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে যারা বাস্তব ধারণা রাখেন তারা সকলেই স্বীকার করবে বলে আমার বিশ্বাস। মুসলিমগণ যদি সকলে কুরআনের সাধারণ জ্ঞানী হয় এবং সত্য উদাহরণের মাধ্যমে কুরআনকে ব্যাখ্যা করার নীতি অনুসরণ করে তবে তারা বর্তমানের চরম অধঃপতিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবে, ইনশাআল্লাহ।

এক মু'মিনের ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া অন্য মু'মিনের ঈমানী দায়িত্ব। আবার ভুল-ত্রুটি কেউ গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দিলে তা শুধরিয়ে নেওয়াও মু'মিনের দায়িত্ব। আশারাখি আপনারা এ ঈমানী দায়িত্ব পালন করবেন। আমিও আমার ঈমানী দায়িত্ব পালনে সচেতন থাকবো ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. মৌলিক শতবার্তা (যাতে আছে আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান (যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠনপদ্ধতি প্রচলিত সুর নাকি আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা

১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা নাকি কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. কুরআনের অর্থ বা তাফসীর পড়ে সঠিক জ্ঞানলাভের সহজ উপায়
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ি-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে সাথে রাখুন সবসময়...

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

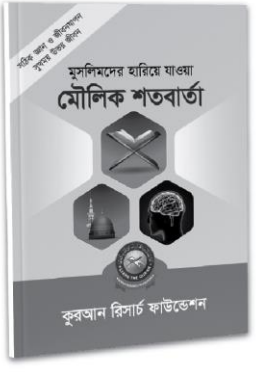

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১